

বিজ্ঞান চরিত্রে ও চিত্রে—

চুম্বক-বহুঙ্গ্য

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক

এবং ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত “বিজ্ঞান-আলোচনা” প্রণেতা

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম, এস-সি

প্রণীত

এস্ গুপ্ত এণ্ড সন্স

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

২০৩২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

মূল্য আট আনা মাত্র

Published by
SURENDRA MOHAN DAS GUPTA
OF S. GUPTA & SONS.
203/2, Cornwallis Street, Calcutta.

(प्रथम संस्करण)

१७४१ साल

Printed by
S. N. DAS GUPTA,
at the Vidyodaya Press.
167/2, Cornwallis Street,
Calcutta.

সর্বাগ্রজ ভ্রাতা

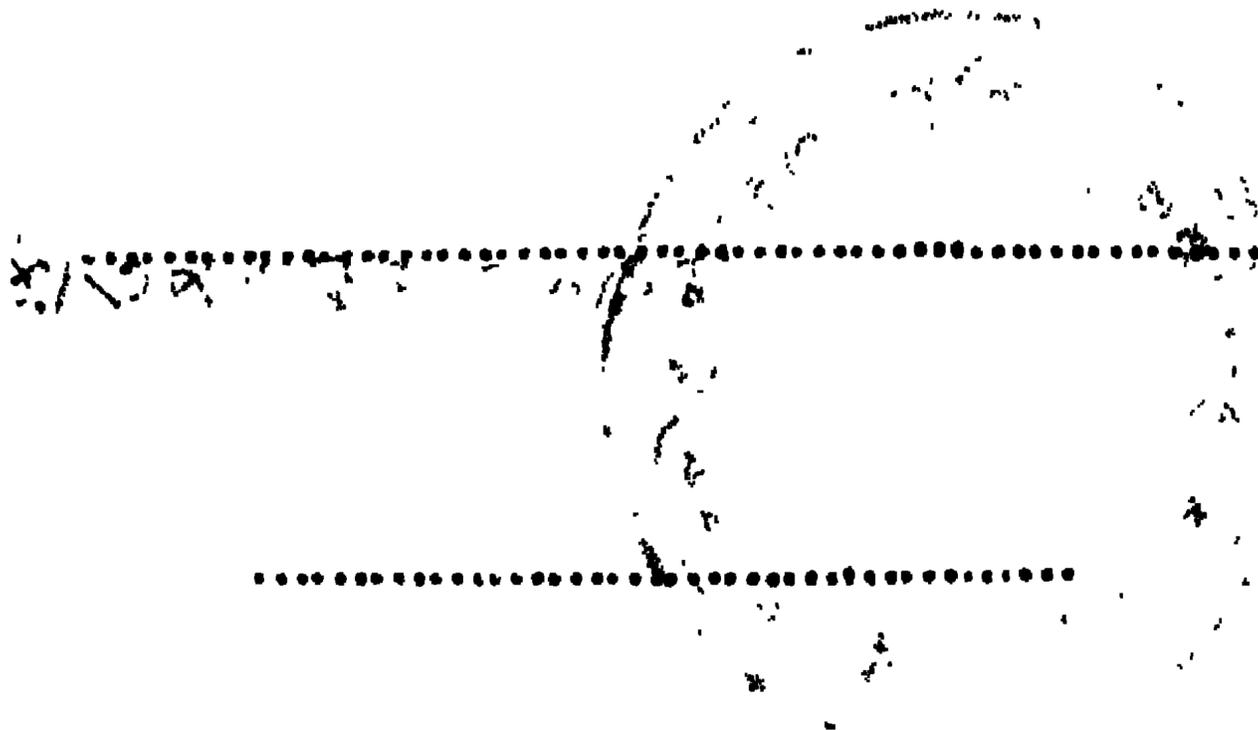
সর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে অর্পণ

করিলাম

উপহার পুস্তী—



জন্য

এই পুস্তকখানি উপহার দেওয়া হইল ।

১৩৪.....

.....

বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং বর্তমান রেক্টর
শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু এম-এ, এম-আর-এ-এস
মহাশয়ের অভিমত :—

বইখানি নূতন ধরণে লেখা। লোকচরিত্রের ভিতর দিয়া
চুষ্ক-বিজ্ঞানের সাধারণ কথাগুলি বেশ সরস ও সরলভাবে
উল্লেখ করা হইয়াছে। ছোট বড় সকলেই পুস্তকখানি পড়িয়া
খুব তৃপ্তি পাইবে বলিয়া মনে করি।

মহালয়া
২১শে আশ্বিন, }
১৩৪১ সাল }

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু
বঙ্গবাসী কলেজ

চুস্ক-বহুজা

প্রথম স্তবক

[সদর রাজপথের পাশে একটি গাছের ডালে ঝুলানো দোলার
উঠিয়া চুস্ক দোল খাইতেছিল ; তামারাম দৈবক্রমে
তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ।]

তামারাম—একি ভায়া ! তোমার এমন দশা কেন ? দড়ীতে
ঝুলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত খালি এদিক ওদিক
হুলুছো । একটুকালও কি স্থির হয়ে থাকা
যায় না ?

চুস্ক— তা যায় বৈকি । একটিবার আমাকে উত্তর
দক্ষিণ-মুখো রেখে আস্তে হাত সরিয়ে নাও,
দেখবে কেমন শাস্ত ছেলেটির মত একদম

চুপচাপ হয়ে থাকতে পারি। তবে কি জানো, এক ঘেয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বড্ড বিরক্তি বোধ হয়, তাই মাঝে মাঝে দোল খেয়ে শরীরটায় একটু স্ফুর্তি এনে নেই।

তামারাম— আচ্ছা, যেমনটি করে রাখতে বললে ঠিক তেমনি আমি তোমায় রেখে দিচ্ছি। কিন্তু এ উপকারের জন্ম আমাকে একটা কিছু পুরস্কার দিতে হবে আগেই বলে রাখলুম।

চুশক— এই সামান্য একটু কাজের জন্ম আবার পুরস্কার! থাক, থাক, তোমার কিছু করে কাজ নেই। দোল খেতে খেতে একুনি আমি ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়াবো। তোমার সাহায্য না পেলেও আমার চলবে।

তামারাম—রাগ কোরোনা ভায়া। আমি এমনি তোমায় ঐরূপ বলেছিলুম। এসো, তোমায় আমি ঠিক জায়গায় রেখে দিচ্ছি।

[তামারাম চুশককে দক্ষিণ-উত্তর-মুখো করিয়া ছাড়িয়া দিল।

চুশক স্থির অবস্থায় না থাকিয়া ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল।]

তামারাম—(অপ্রস্তুতভাবে) ও সর্বনাশ! কি করলুম! তুমি এতক্ষণ শুধু এপাশ ওপাশ কোরছিলে, এখন যে ইলেকট্রিক পাখার মত ঘুরেই চলছে। তোমার ভাল করতে গিয়ে শেষটায় মন্দ হয়ে দাঁড়ালো।

এখন কি করা যায় ভায়া! এত প্রচণ্ড পাকে তোমার মাথায় রক্ত উঠলে যে বড় মুন্সিলের কথা হবে।

চুষক- আমারই ভুল হয়েছে তোমায় বলতে! তোমার কোনই দোষ হয়নি। যাক, তুমি বাস্তু হোয়োনা তামারাম। আমার যে দিকটা উত্তর দিকে রেখেছিলে সেইটে দক্ষিণ দিকে আর যে দিকটা



[চুষক স্থির অবস্থায় উত্তর-দক্ষিণ মুখে হয়ে আছে]

দক্ষিণ দিকে রেখেছিলে সে দিকটা উত্তরদিকে রেখে আস্তে হাত সরিয়ে নাও দিকিনি—সব ঠিক হয়ে যাবে।

[তামারামের আদেশ পালন]

তামারাম—তাইতো ! তুমি যে ঠিকই বলেছিলে । এখন যে তোমার নড়া চড়া কিছুই দেখ্‌ছিনে । কেন অমন হয় ভায়া ?

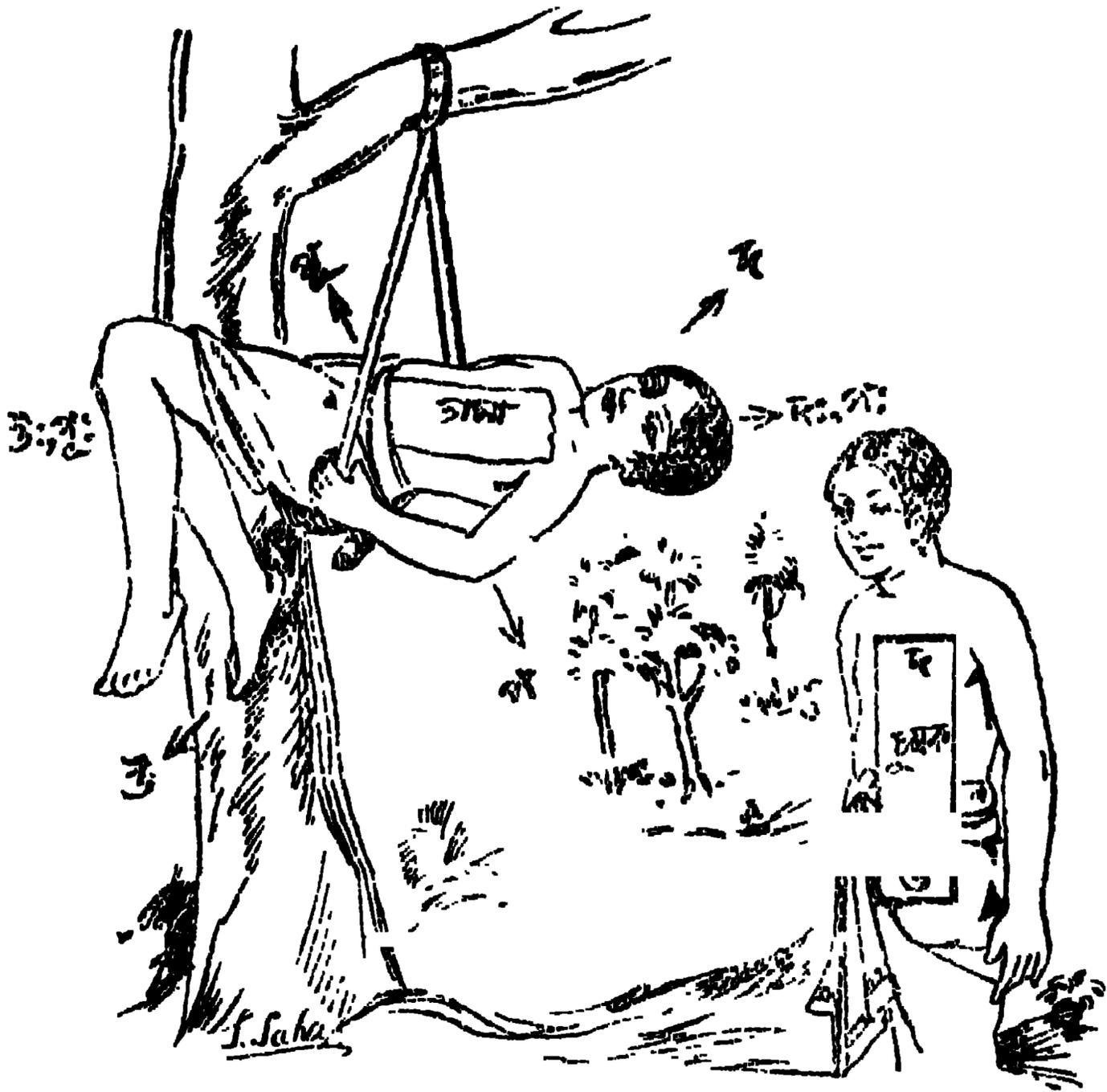
চুখক— কেন অমন হয় জানিনে । নানা লোকে নানা কথা বলে । সে বিষয় যথাসময় জানতে পারবে । তবে আজন্ম দেখে আস্‌ছি, দোলায় উঠলেই আমার একটা দিক শুধু দক্ষিণ-মুখো আর অপর দিকটা শুধু উত্তর-মুখো হয়ে থাকতে চায় । এর বিপরীত যে কোন মুখো করে আমায় রেখে দিলেই সর্বনাশ । তখন যেন মাথা গরম হয়ে আমায় ভয়ানক অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে ।

তামারাম— তা হলে তোমার ছটো দিকের বিশেষত্ব আছে ?

চুখক—হঁা আছে বৈ কি । আমার যে দিকটা দক্ষিণ-মুখো ওর নাম দক্ষিণ মেরু ; আর অপর দিকটা উত্তর-মুখো বলে ওর নাম উত্তর মেরু । আমার ছটো দিকই দেখতে একরকম—তাই উত্তর মেরুর কাছে “উ” অক্ষরটা লেখা থাকে । দোলায় দোল দেয়ার কালে এই কথাটা যেন আবার ভুল করে না বসো ।

তামারাম—আচ্ছা ভায়া, তুমি এইবার নেমে পড়ো । আমি একটু দোল খেয়ে নেই । তোমার মত ২।১টা ঘোর পাক খেলে তো ভারী মজা হবে ।

চুম্বক— এসো, তোমায় আমি সাহায্য করছি। কিন্তু একি হোলো! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমাকে যেখানেই রাখছি তুমি যে সেখানেই থেমে রইছো। নড়ন-চড়নের কথাটা নেই। উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম যে তোমার কাছে কোন প্রভেদ নেই।



[চুম্বক নামিয়া আসিল এবং তামারাম দোলায় উঠিল]

তামারাম—যাক্গে। এইবার নেমে পড়ি। তোমার বরাত ভাল। ভগবান তোমাকে বিশেষ গুণ দিয়েছেন। আমরা নিগুণ, নিরেট। গুণীলোকের কাছ থেকে সরে পড়াই কর্তব্য।

চুসক— আজ বিকেলে টাউন হলের সামনের ময়দানে একটা প্রদর্শনী খোলা হবে। সেখানে যাচ্ছে তো ?

তামারাম—ওসব জায়গায় তোমাদেরই যাওয়া খাটে। আমার এমন কি গুণ আছে যা দেখাতে সেখানে যাবো ? অবিশ্যি হাতে বিশেষ জরুরী কাজ না থাকলে একবার গিয়ে দেখে আসবো। আচ্ছা, তা হ'লে এইবার চলুম।

দ্বিতীয় স্তবক

[দস্তারাম গ্রাম্যপথে একাকী পাইচারী করিতেছিল, তামারামকে দূর হইতে দেখিয়া আহ্বান করিল।]

দস্তারাম—হ্যালো ফ্রেণ্ড্, কোথায় যাচ্ছে ? একবার দয়া করে এদিকে এসো। খুব জরুরী কথা আছে।

তামারাম—(নিকটে আসিয়া) কি ব্যাপার বলনা, ছাই।

দস্তারাম— ব্যাপার বড়ই গুরুতর। চুসকব্যাটা দোলায় ছলে উত্তর দক্ষিণের একটানা হাওয়া খেয়ে

দ্বিতীয় স্তবক

বড় ফেঁপে উঠেছে। গ্যাছে কাল সোনারাম
রূপারাম প্রভৃতি ও আমাতে মিলে গিয়েছিলুম
একজিবিশন দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখলুম
ও কখন দোল খাচ্ছে, কখনও উত্তর-দক্ষিণ-মুখো
হয়ে আপনাতেই থেমে আছে। আমাদের লক্ষ্য
করে বললে, “তোমরা আমাকে দোলায় পূব-পশ্চিম-
মুখো করে রাখতে পালো বুঝবো তোমাদের
কেরামতি।” ওমা! আমরা কি ছাই জানতুম
ওর ভূতের সঙ্গে ভাব। আমরা যতই ওকে
সরিয়ে দেই, ও হেলে হলে ওর কথা মত জায়গায়
এসে ঠিক দাঁড়িয়ে রইলো!

তামারাম—সোনারাম, রূপারাম কি করলে?

দস্তারাম— তা বুঝতেই পাচ্ছে। সোনারাম, রূপারামের
অহঙ্কার তো তোমার অজানা নয়। তারা সোজা
বুক ফুলিয়ে বলে বললে “অমন ধারা আমরাও
পারবো। ওতে কিচ্ছু বাহাদুরি নেই।” কিন্তু
ও হরি! দোলায় চড়ে খানিক বাদে সোনারাম
ও রূপারাম একবার কোণাকুণি একবার পূব-
পশ্চিম আবার উত্তর-দক্ষিণ অর্থাৎ যখন যেখানে
খুসী তখন সেখানে এসে থামলে।

তামারাম—আর কেউ দোলায় চড়েছিলো?

দস্তারাম—হা, প্রায় সকলেই। সোনারাম ও রূপারামের পরাভব দেখে পেতলরাম থেকে আরম্ভ করে খাতু-বংশের কেউ বাদ যাইনি। শেষটায় কাঠ, কাগজ মহাশয়েরাও নিজেদের গুণের পরখ করে নিলে। কিন্তু চুস্কের কাছে সোনা ও কাঠের মূল্য এক হয়ে গেলো।

তামারাম—তাইতো! আমি উপস্থিত থাকলে তোমাদের এ অপমান বরণ করে নিতে হতো না। চুস্ক ভায়ার ঐ গুণের কথা আমার জানা ছিল কিনা। আমি সজ্জ থাকলে অমন ধারা গুণ-পরীক্ষার ভেতরে তোমাদের যেতে দিতুম না। সে থাকলে—কিন্তু এতে করে চুস্কের ওপোর তোমাদের রাগ করার কি কারণ আছে?

দস্তারাম—এ জন্মেই কি আর আমরা চটেছি, বন্ধু। সবটা গুনে তবে মত প্রকাশ করো।

তামারাম—বেশ, কি হয়েছিল গুনি।

দস্তারাম—তারপরে আমরা সবাই মিলে যখন ওর পাশ কাটিয়ে আসছিলাম, তখন বলা নেই কওয়া নেই, ও লোহারামকে বন্ধ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধলে। ছাড়বার কথাটা নেই। কি ভালবাসার টান। লোহারামের ভেতর এত গুণপনা ছিল কে জানতো? আচ্ছা, আমরা না হয় নগণ্য জীব—

অমন সুন্দর সোনারাম, রূপারামকে ছেড়ে শেখ-
টায় কিনা চুম্বক ব্যাটা আমাদের চাইতেও
কালো কুংসিং লোহারামকে ভালবেসে ফেললে !
এ অপমান কি সহ্য করা যায় বল দেখি ?

তামারাম— নিশ্চয়ই নয় । তারপরে তোমরা কি মতলব করলে ?



[চুম্বক লোহারামকে আলিঙ্গন করিল ।]

দস্তারাম—গেছে কাল সন্ধ্যা বেলাতেই আমাদের এক বিশেষ
বৈঠকে ঠিক হয়েছে, চুম্বক ব্যাটাকে বেশ ভাল
মত শিক্ষা দিতে হবে । কি প্রণালীতে তা সম্পন্ন
করা যায় এ বিষয় আজ বিকেলে আবার আমাদের
পরামর্শ বৈঠক বসবে । তুমি সেখানে অবশ্যই
উপস্থিত থেকে বস্তু । সোনারাম, রূপারামের

অপমানে আমাদের ধাতু বংশেরই অপমান নয় কি? তোমার মত কূটনীতিজ্ঞ না হ'লে কোন ষড়যন্ত্রই যে টিকবে না। আচ্ছা, তা'হলে এখন আসি।

[দস্তারাম নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।]

তামারাম—(স্বগত) সোনারাম, রূপারাম আমার চিরশত্রু। ওরা আমাকে অবজ্ঞার চোখে বরাবর দেখে আসছে। ওদের যাতে মর্যাদা নষ্ট হয় তাতে আমি বাধা দেবো! কক্ষণই নয়। আবার চুশক—না কুলে না গোত্রে, কাজেই ওর উপরও বেশী নির্ভর করা যাবে না। খুব ছসিয়ান হয়ে সোনারামদের দলেই ঘিষে পড়ি। তারপরে বরের পিশী কনের মাসী হয়ে বেশ চাল খাটানো চলবে। বাইরে কাউকে বুঝতে দেবোনা আমি কার শত্রু কার মিত্র। হয়তো এতে চুশক ভায়ার কিছু উপকারই হবে। আর আমারও ভবিষ্যতে লাভ ছাড়া লোকমান হবে না।

তৃতীয় স্তবক

[চুস্ক গৃহ প্রাঙ্গনে বেড়াইতেছিল, এমন সময় লোহারামকে
আসিতে দেখিয়া]

চুস্ক— এই যে লোহারাম, আয়। তোদের দেখলেই
একটা দুর্দমনীয় স্নেহের টান উপলব্ধি করি। ছুটে
গিয়ে তোদের জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। তোরাও
কত সময় একটু স্বাধীন চলাফেরার ক্ষমতা পেলেই
আপনা থেকে আমার পানে ছুটে এসে আমার
গায়ে লেগে থাকিসু। কি সত্যিকারের ভালবাসা
এ। ভালবাসা এমনটী না হয়ে কেবল এক মুখো
হলে কি সে বেশীক্ষণ টেকে!

লোহারাম—আচ্ছা, আপনার এ ভালবাসা আর কারোর উপর
দেখতে পাইনে কেন?

চুস্ক— আরে, তা কি কখন হয়। তোদের আমাদের ভেতর
প্রত্যেকটা অণু বা সূক্ষ্মাংশ যে একই ধাতে গড়া।
একই রক্ত যে আমাদের উভয়ের ধমনীতে প্রবাহিত
হচ্ছে। বিধাতার অভিশাপে তোরা পতিত এবং
গুণী হয়েও নিগুণ হয়ে আছিসু। আমার সব
কটা গুণ যে তোদের ভেতরেও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আমিও কি এমনটী ছিলাম আগে ! কত বছর কত
যুগ তোরই মত পতিত অবস্থায় কেটে গেলো !
কিন্তু যে দিন চুম্বক পাথরের পরশ পেলুম, সেদিন
থেকে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ



[চুম্বক ও লোহার কথোপকথন]

হোলো । আমি চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে চুম্বকেরই
মত আচরণ কর্তে লাগ্লাম ।

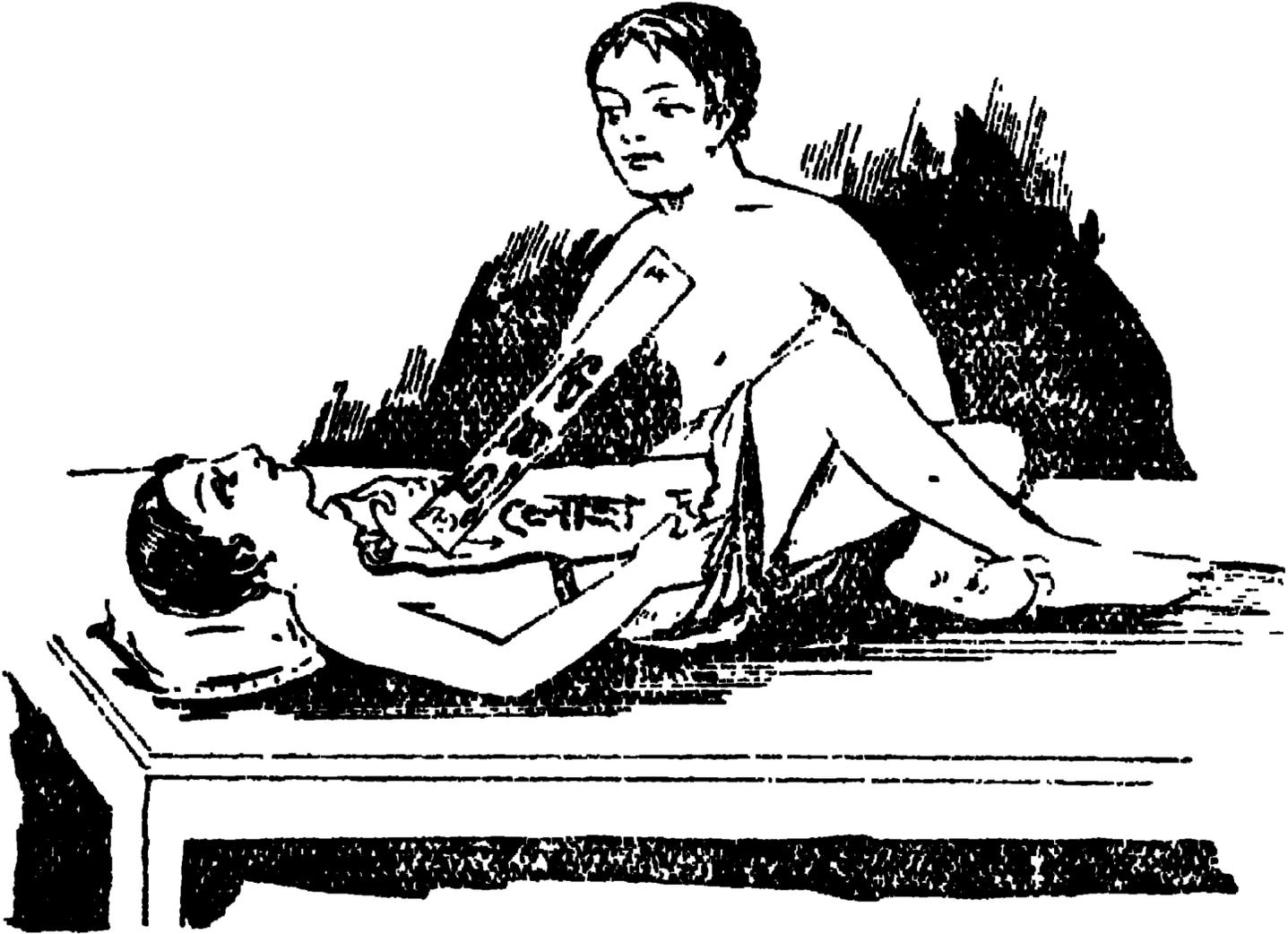
লোহারাম - আমি ও তাহলে জাতে উঠতে পারবো ?

চুম্বক— নিশ্চয়ই পারবি । লোহা মাত্রেই এ যে জন্মগত
অধিকার । আয় । আমি তোকে চুম্বক ধর্ম্মে

দীক্ষিত করছি। একুণি তুই আমার মত গুণের
অধিকারী হয়ে পড়বি।

[চুম্বক একটা টেবিলের উপর লোহারামকে শায়িত রাখিয়া
দক্ষিণ হস্তদ্বারা লোহারামের শরীর বরাবর একদিকে
কয়েকবার মর্দন করিয়া দিল।]

লোহারাম—(শায়িত অবস্থায়) এ সত্য না স্বপ্ন ! গুরুদেব,
আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার দেহে যেন একটা



[লোহা চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে]
নূতন শক্তির উৎস খুলে গেলো অমুভব করছি।
আজ আমি ধন্য ! কি করে আপনার এ উপকারের
প্রতিদান দেবো তবে পাইনে।

চুম্বক— ব্যস্ত হোসনে লোহারাম । কৃতজ্ঞতা দেখানোর কিছুই আমি করিনি । আমার কর-মর্দনে তুই তোর নিজেরই প্রচ্ছন্ন শক্তি ফিরে পেয়েছিসু । এতে আমার নিজের চুম্বক শক্তি মোটেই হ্রাস পায়নি, কাজেই আমার স্বার্থও কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়নি ।

লোহারাম—(চুম্বকধর্ম্য প্রাপ্ত)—গুরুদেব, এ রহস্য আমি ঠিক উপলব্ধি কর্তে পারলুম না ।

চুম্বক— গোড়ায় একটু আগেই এর আভাষ আমি তোকে দিয়েছি । এখন পরিষ্কার করে বলছি । আমাদের মতই তোদের গোটা শরীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আণবিক চুম্বকের সমষ্টি । এই আণবিক চুম্বকগুলি আমাদের ভেতরে থাকে সার-করে সাজানো, আর তোদের মধ্যে থাকে বড় এলোমেলো ভাবে । এই কারণে আমাদের চুম্বক শক্তি বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তোদের তা সম্ভব হয় না । কিন্তু কোন চুম্বক তোদের গা ঘষে দিলে এলোমেলো আণবিক চুম্বকগুলো সার হয়ে এসে দাঁড়ায়, ফলে তোদের চুম্বক ধর্ম্য আমাদেরই মত বেরিয়ে পড়ে ।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) তা হলে চুম্বক অথবা যারা চুম্বক ধর্ম্যে দীক্ষিত হয়েছে তাদের ভেতরে সার-দিয়ে সাজানো সূক্ষ্ম চুম্বকগুলো যদি বাইরের কোন প্রভাবে এলোমেলো হয় তাহলেই ওদের চুম্বক

নষ্ট হবে, কেননা তখন চুস্ক ধর্মতো আর বাইরে
প্রকাশ হতে পারবে না।

চুস্ক— ঠিক ধরেছিস্ লোহারাম! তোর বুঝবার শক্তি
দেখে ভারী খুসী হলাম।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—কিন্তু গুরুদেব; আমার যেন
বোধ হচ্ছে আপনার মত বড় বড় লোহাকে
আমি টেনে আনতে পারবো না। তাহলে আমার
চুস্ক-শক্তি আপনার তুলনায় টের কম বলতে
হবে। এ শক্তি কি আর বাড়ানো চলে না?

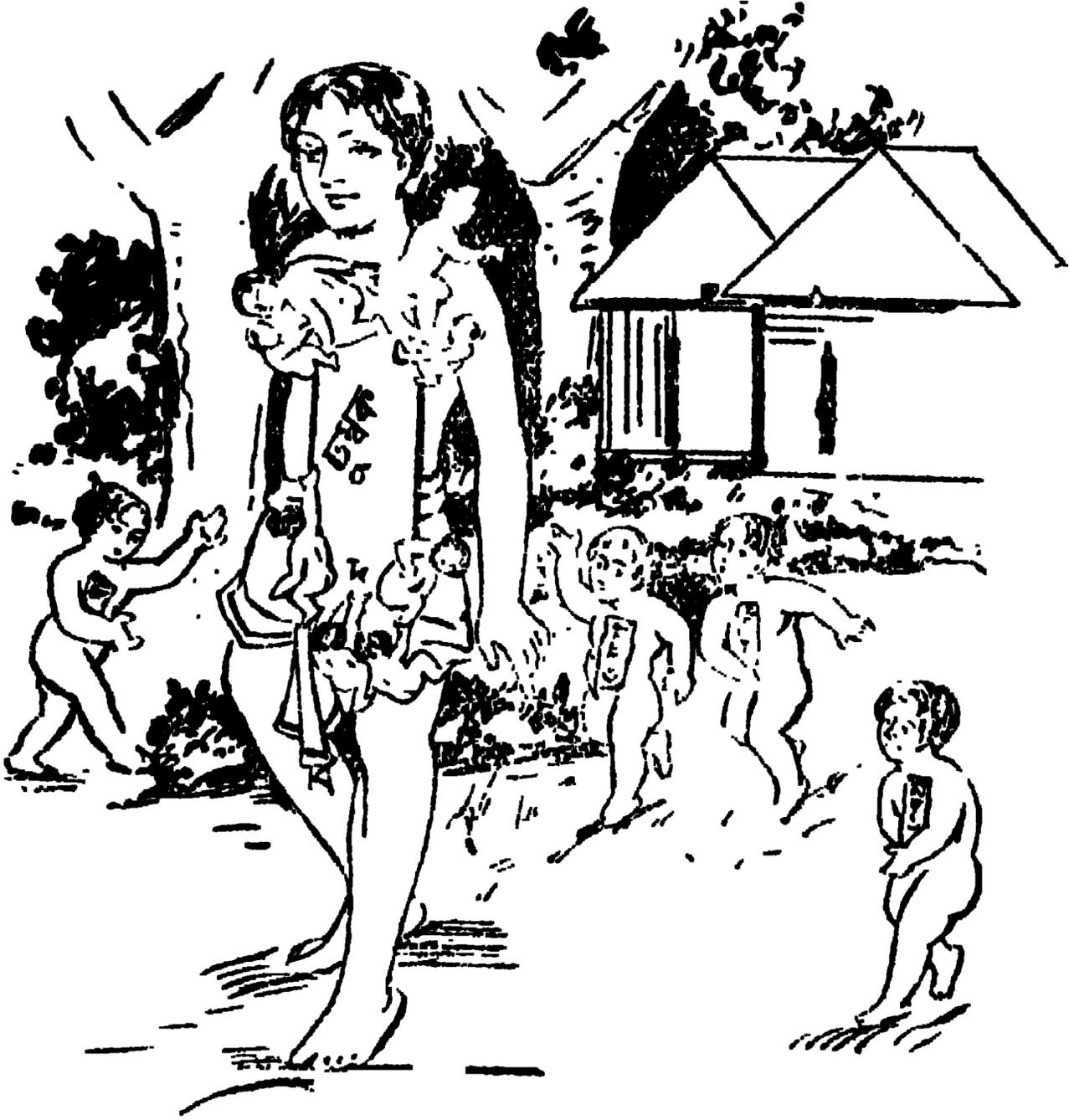
চুস্ক— শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা
অবধি বাড়ানো চলে। তাও গুরুর কৃপায়—
নিজের চেষ্টায় হয় না। তোকে আরও বার কয়েক
অঙ্গ-মর্দনে অধিকতর শক্তিমান করে দিচ্ছি, আয়।

[চুস্ক পূর্ববৎ চুস্কধর্ম প্রাপ্ত লোহারামের দেহের
উপর কয়েকবার করমর্দন করিয়া দিল]

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—তাইতো গুরুদেব, আপনার কর-
স্পর্শের সঙ্গে আমার শক্তি যেন ক্রমাগত বেড়ে
আসছে। কিন্তু এ শক্তি যেন সমান ভাবে সমস্ত
দেহে ছড়িয়ে পড়ছে না।

চুস্ক— ঠিক বলেছিস্। তোর দেহের দুই প্রান্ত ভাগেই
সব চেয়ে বেশী চুস্ক-শক্তির আবির্ভাব হবে। এই
শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে তোর দেহের মাঝখানে

একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যে দুই প্রান্তে সবচেয়ে বেশী শক্তি তাদের চুম্বক মেরু বলে জান্‌বি।
 লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—দুইটা মেরুর ভেতরে গুণের কোন পার্থক্য নেই ?



[চুম্বকের দুই মেরুতে আকর্ষণ শক্তি সব চেয়ে বেশী।]

চুম্বক— হা গুণের পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু একই চুম্বকের উভয় মেরুর আকর্ষণ শক্তি সমান। আজ সকাল বেলাও এর একটা সুন্দর প্রমাণ পেয়েছি। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে তাদের পাড়ার ভেতর দিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ কতগুলি বাচ্চা লোহা আমার

পেছনে ছুটে এলো। প্রত্যেক মেরুর কাছে চারটে করে ঐ বাচ্চা লোহা আমায় আকৃড়ে ধর্লে। কোন মেরুই চারটের বেশী ধরে রাখতে পারলে না। মাঝখানে আকর্ষণ নেই বলে ও জায়গাটা একদম ফাঁকাই রয়ে গেলো।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—কিন্তু মেরু দুটোর প্রভেদ কিরূপে বুঝবো, গুরুদেব।

চুম্বক— যখনই দোলায় উঠবি তখনই দেখতে পাবি, একটি প্রান্ত কেবল দক্ষিণ দিকে এবং অপর প্রান্তটি কেবল উত্তর দিকেই থাকে। যে প্রান্ত দক্ষিণ-মুখো তার নাম দক্ষিণমেরু, আর যে প্রান্ত উত্তর-মুখো তার নাম হোলো উত্তর মেরু। চুম্বকের দুটো মেরুই লোহাকে আকর্ষণ করে। দুটো চুম্বকের একই রকমের মেরু দুটো পরস্পরকে ঘৃণায় বিকর্ষণ করে অর্থাৎ এড়িয়ে চলে। কিন্তু বিপরীত মেরু দুটো ভালবাসায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—তাহলে কোন চুম্বকের আর একটি চুম্বককে ভালবাসতে হলে এ বিষয় হুসিয়ার থাকা একান্ত উচিত। আচ্ছা গুরুদেব। কতদূর অবধি একটি লোহার উপর আমার চুম্বক শক্তি বিস্তৃত হবে? আর দুটি চুম্বকের সদৃশ মেরুর বিকর্ষণ

এবং বিপরীত মেরুর আকর্ষণের কথা যে বললেন, উহাই বা কি নিয়মের অধীন ?

চুম্বক—

সুন্দর প্রশ্ন করেছিস, লোহারাম । এক একটা করে তোমার কথার জবাব দিচ্ছি । প্রত্যেক চুম্বকের নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ওর চারদিকে একটা জায়গা আছে, যাকে বলে চুম্বকের প্রভাব-ক্ষেত্র । প্রভাব-ক্ষেত্রের কোন বিন্দু তোর মেরু ছোটো থেকে যত বেশী দূরে হবে, সেখানে তোর আকর্ষণ শক্তি ততই কম হয়ে যাবে । এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলছি । ছোটো চুম্বক-মেরুর ভেতর আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বেগ নির্ভর করে প্রত্যেকটা মেরুর শক্তির আর ওদের ব্যবধানের ওপরে । মেরুর শক্তি যত বেশী হবে, তত একই ব্যবধানে থেকেও ছোটো মেরুর আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বেগ ক্রমে বেড়ে যাবে । কিন্তু ছোটো মেরুর শক্তি ঠিক থাকলে, ওদের ভেতর আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণের বেগও ওদের ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়বে বা কমে আসবে ।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—আপনার কাছে আজ অনেক কিছু শিখলুম ও জানলুম । এইবারে দীক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আর কোন গূঢ় কথা থাকলে বলে দিন ।

চুম্বক—

হাঁ, দীক্ষাপ্রাপ্ত চুম্বকের মেরু-বিন্দুর কথা বলা হয়নি । তোমার দেহের উত্তর মেরু দিয়ে যদি লোহার শরীর

মর্দন করিস্, তাহলে যে প্রান্ত থেকে মর্দন শুরু করবি, সেখানে হবে সদৃশ অর্থাৎ উত্তর মেরু—আর যে প্রান্তে মর্দন শেষ করবি, সেখানে হবে বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু। দীক্ষার সময় যদি দক্ষিণ মেরু ব্যবহার করা হয়, তাহলে লোহার প্রথম প্রান্তে হবে দক্ষিণ ও শেষ প্রান্তে হবে উত্তর মেরু (১৩ পৃষ্ঠায় ছবি দ্রষ্টব্য)।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) দীক্ষাপদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম হলে কিছু অনিষ্টের আশঙ্কা নেই, গুরুদেব ?

চুস্বক— নিশ্চয় আছে ? আদর্শ চুস্বকের দুই প্রান্তে মাত্র দুটা মেরু থাকবে—একটা উত্তর অপরটা দক্ষিণ ; দীক্ষাপদ্ধতির ক্রমীতে চুস্বকের মাঝখানেও একটা বা একাধিক মেরুর সৃষ্টি হয়। এই অতিরিক্ত একটা বা একাধিক মধ্যবর্তী মেরুকে অনুঘঙ্গ মেরু বলা হয়। চুস্বকে অনুঘঙ্গ মেরু থাকা ভাল নয়।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) তাহলে দীক্ষা দেয়ার সময় বেশ সাবধান হওয়া দরকার।

চুস্বক— হাঁ, ঠিক বলেছি। আচ্ছা লোহারাম ! আবশ্যকীয় সব কথাই তোকে বল্লুম। এইবারে তোদের পতিত জাতটার ভেতরে চুস্বক ধর্ম প্রচার করে জীবন ধন্য কর্গে।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(লোহারামের প্রশ্ন)

চতুর্থ স্তবক

[লোহারামের প্রস্থানের পর চুস্ক চেয়ারোপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ইম্পাত আসিয়া উপস্থিত হইল ।]

ইম্পাত— নমস্কার, মহাশয় !

চুস্ক— তুমি আবার কে হে ? কি মতলবেই বা এখানে এসেছো ?

ইম্পাত— আজ্ঞে, দাদাকে খুঁজতে এসেছিলুম । দাদা কোথায় গেল বলে দিন ।

চুস্ক— কে তোমার দাদা ? লোহারামের কথা বলছো বোধ হয় । একটু আগেই সে চলে গেলো । হাঁ, হাঁ । এইবার বুঝতে পেরেছি, তুমি ইম্পাত— লোহারামের পিশতুতো ভাই । তা বেশ । কিন্তু লোহারাম কালো হলেও ওর কেমন কোমল শরীর, নরম ধাত—দেখলেই ভাল বাসতে ইচ্ছে হয় । আর তোমাকে এমন কাঠখোটার মত শক্ত বোধ হচ্ছে কেন ভায়া ?

ইম্পাত— সেই জন্তু আমায় বুঝি বড্ড ঘৃণা করেন ?

চুস্ক— না হে, ঘৃণা কেন করবো । তবে তোমায় যেন ততটা আবেগ নিয়ে ভালবাসতে পারিনে ।

ইম্পাত— ভালবাসা আমি চাইনে। যদি আপনি আমায় খুবই ভালবাসতেন, তাহলে সেদিন একজিবশন থেকে দাদাকে নিয়েই চলে আসতেন না—আমার কথাও একটু মনে হতো। সে থাক্বে। কিন্তু সত্যি বলতে কি—আপনার প্রতি ভালবাসার একটা মূঢ় আকর্ষণ আমিও যেন অনুভব করি। তাই দাদার খোঁজের অজুহাতে আপনার কাছে এসে উপস্থিত হলাম।

চুস্ক— সুখী হলেম, বৎস! কিন্তু তুমি তোমাদের নিজেদের খবর না জেনে অনর্থক দুঃখ পাচ্ছ কেন?

ইম্পাত— দয়া করে আপনি আমায় বলুন।

চুস্ক— প্রথমটাতে তোমরা সবাই যখন নরম লোহার পরিবারভুক্ত ছিলে, তখন এমন ধারা প্রভেদ ছিল না। আমাদের পরস্পরের ভেতরে ভালবাসা ছিল অসীম। তোমাদের দেখলেই আমাদের স্নেহতন্ত্রী বেজে উঠতো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কেউ অঙ্গারের সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখি করে ইম্পাত নামে আপনাদের পরিচয় দেয়া শুরু করে, তখন আমরা বড় বিরক্ত হলাম। ইম্পাতের উপর আকর্ষণের বেগ কমে গেল। তবে শাখত ভালবাসা কি একদম মুছে ফেলা যায় রে! তাই নরম লোহার উপরে আমাদের টান সমানই

রইলো, কিন্তু তোমাদের উপর টান তেমনটি আর রইলো না। এই জন্তেই না সেদিন অমন ভিড়ের ভেতর লোহাকে সহজেই টেনে আনলুম স্নেহের আকর্ষণে। কিন্তু তোমার জন্ম ভাব্‌বার ও অবসরটী হোলো না। তুমিও বাপু একটীবার এগিয়ে আসতে পারলে না।

ইম্পাত—কিন্তু মহাশয়, নরম লোহা ও আমাদের ভেতরে প্রভেদের প্রাচীর তুললে যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করা হবে। এর প্রতিকার আপনি না করলে আমরা কিরূপে মিলে মিশে থাকবো ?

চুম্বক— আমার কিছুই কর্তে হবে না। প্রকৃতির বিধান ছাড়া দ্বিতীয় বিধান কোথাও নেই। সে বিধান তোমায় বলছি। ইম্পাতের চেয়ে নরম লোহাকে তাড়া-তাড়ি ভালবেসে আকর্ষণ করা হোলো আমাদের প্রাকৃতিক ধর্ম। জ্বাবার সহজে ও অল্প সময়ের ভেতরে নরম লোহাকেই চুম্বক ধর্ম দীক্ষিত করা সম্ভব। কিন্তু বাইরের ও ভেতরের প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব এড়িয়ে ঐ ধর্ম ওরা বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। নরম লোহার এই অক্ষমতার জন্ম স্থায়ী চুম্বক তৈয়ারে এর ব্যবহার চলে না। দীক্ষিত হ'তে তোমাদের বেশী সময় লাগলেও তোমরা এধর্ম বজায় রাখতে পারবে অনেক

দিনে ধরে। এইজন্য স্থায়ী চুষক পেতে হ'লে তোমাদের ছাড়া গতি নেই। তা হলে দেখলে, নরম লোহার যে গুণটা বেশী তোমাদের সেইটে কম, আর তোমাদের যে গুণটা বেশী সেইটে আবার নরম লোহার কম। দোষে গুণে তোমরা উভয়ে সমান—কেউ কারোর কাছে ছোট হয়ে থাকবেনা।

ইস্পাত— আপনার কাছে এ সব শুনে মনটা হাল্কা হয়ে গেলো। এখন আর আমাদের আপশোষের কোন কারণ নেই। আপনি এইবার আমার ও চুষক ধর্ম্মে দীক্ষিত করে দিন, গুরুদেব। নূতন শক্তির রসাস্বাদন করে জীবন ধন্য করি।

চুষক— আগেই বলেছিলুম, তোমাদের চুষক ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্তে হলে বেশী সময় দরকার। কাজেই তুমি বিকেলের দিকে এসো। তখন আমার যথেষ্ট সময় হবে।

ইস্পাত— তা বেশ। আমি তা'হলে এখন চললুম।

[প্রণামান্তে ইস্পাতের প্রস্থান]

পঞ্চম স্তবক

[চুধককে কি ভাবে জব্ব করা যায় ইহা নির্দ্ধারণের জন্ত রূপারামের বাড়ী বৈঠক বসিয়াছে, সোনারাম ব্যতীত উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেই উপস্থিত আছে ।]

রূপারাম— আজ বৈঠকে সোনারাম আসতে পারেন না । কোন্ এক মারোয়ারীর বাড়ীতে তিনি বিশেষ প্রয়োজনে চলে গেছেন । বৈঠক তাহ'লে কাল সকালের মত স্থগিত রাখা হউক । আপনারা কি বলেন ?

পেতলরাম—সে কি কথা ! সোনারাম যতই বড় হউন, তিনি না এলেই বা তার পরামর্শ না পেলেই যে আমাদের কোন কাজ করা চলবেনা—এ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই সমীচীন বলে মনে করিনে ।

রূপারাম— বাপু হে থামো । যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! সোনারামের যে ক্রটিই থাকুক, সে যে ধাতুবংশের উজ্জলরত্ন তা কি করে অস্বীকার করবে ? আর এই সমস্ত ব্যাপারে তার সাহায্য আমাদের পেতেই হবে । কোন্ বড় কাজ আমরা তার আন্তরিক সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন কর্তে পেরেছি ? যাক্ সে কথা । ভাল, কাষ্ঠরাম আছে ?

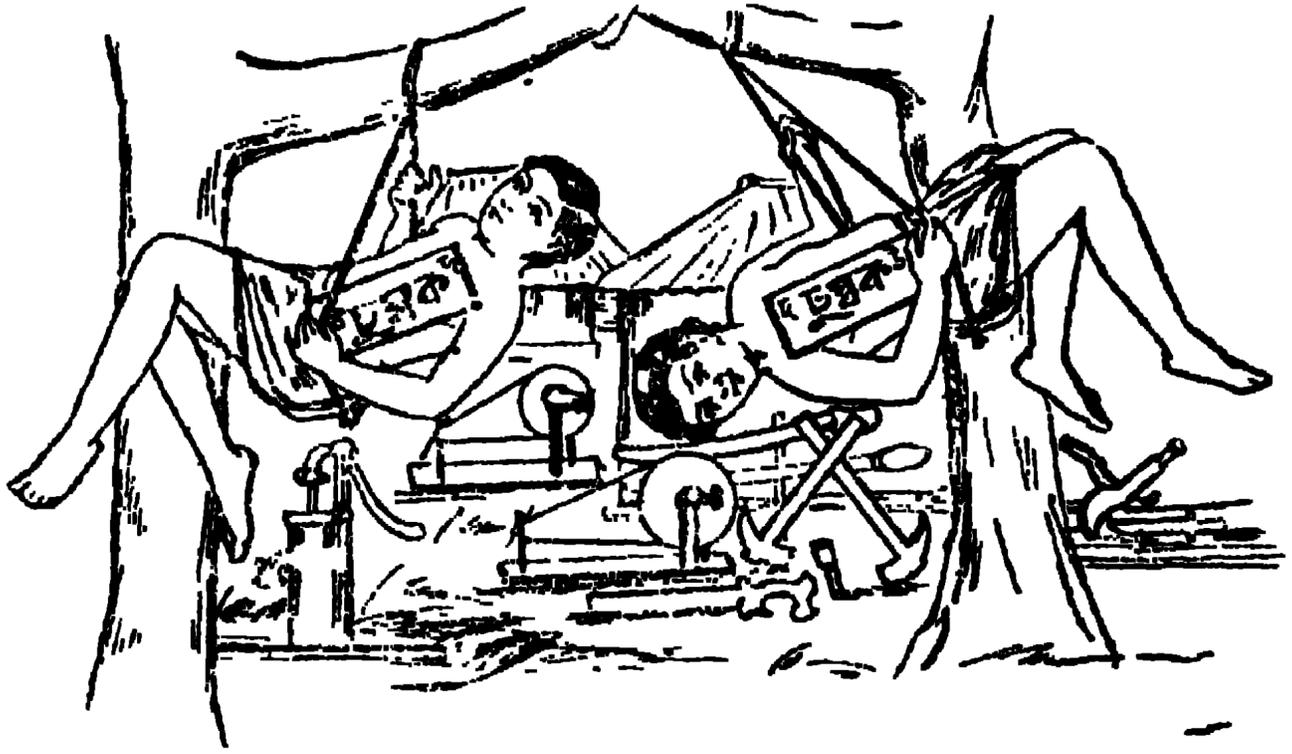
কাষ্ঠরাম— যে আজ্ঞে হুজুর ।

রূপারাম— কোন নূতন খবর পেলে ?

কাষ্ঠরাম— বলার মত তেমন কোন খবর নেই, তবে—

রূপারাম— তবে বাড়ীর কুড়োলখানা ভেঙ্গে গেছে এই আর কি । কেমন ?

কাষ্ঠরাম— না কর্তা, ঈশ্বর কৃপায় বাড়ীর কুড়োল ভেঙ্গে যাবার মত কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি । হাঁ, যে কথা বলতে গিয়েছিলুম,—রাস্তায় জনরব শুনলুম, চুশকদের



(দুইটা মদুশ মেরুর বিকর্ষণ)

ভেতরে নাকি গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়েছে । কোথায় একটা যন্ত্র-প্রদর্শনীতে পাশাপাশি দুটো দোলনা ঝুলানো ছিল । চুশক আর তার এক ক্লান্ত ভাই দোলায় উঠতেই ওঃ মা—একরটা উত্তর মেরু অপরটার উত্তর মেরু থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল !

ঘৃণা ও বিচ্ছেদের এমন ধারা অভিব্যক্তি জীবনে বোধ হয় আর দেখিনি।

রূপারাম— দক্ষিণ মেরু কি কলে ?

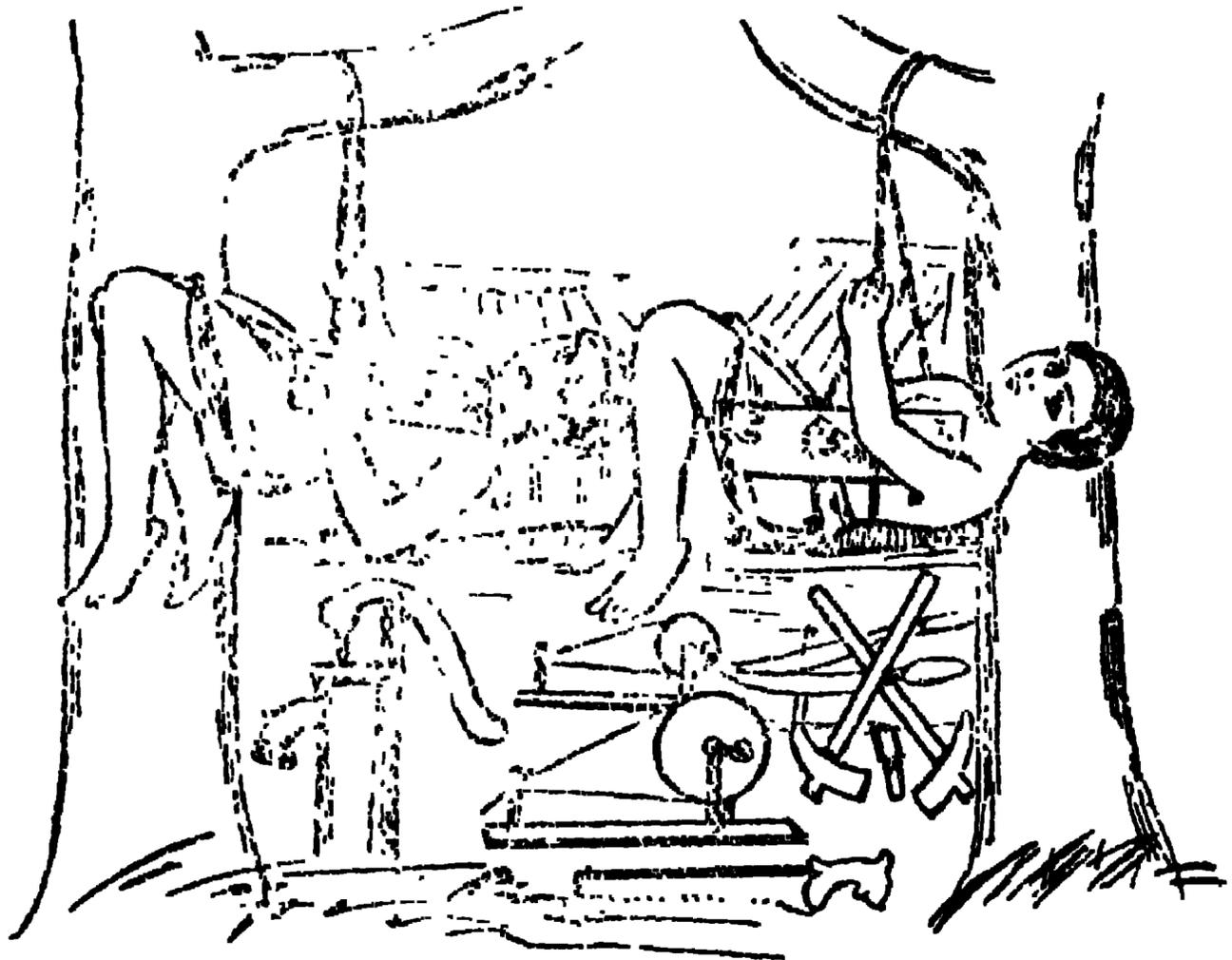
কাষ্ঠরাম— আমরা মুর্থ মানুষ। মেরু টেরু কাকে বলে ভাল জানিনে। তবে শুনলুম, একটি চুশকের দক্ষিণমেরু ও অপরটির দক্ষিণমেরু থেকে ঘৃণায় দূরে সরে গেলো। দর্শকদের ভেতরে কে একজন ওদের আবার পূর্ববৎ পাশাপাশি করে রাখলে। কিন্তু জোর করে কি মিল আনা যায় ? পাশাপাশি করে ছেড়ে দিতেই ওরা পরস্পরের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া করে থেমে রইলে।

রূপারাম— তাহলে তো বেশ সুখবরই এনেছো বলতে হবে। কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করা যায় না। দস্তারাম, এ বিষয় তুমি কিছু জানো ?

দস্তারাম— হা জানি বৈকি। ঐ ঘটনার সময় আমিও যে উপস্থিত ছিলাম। কাষ্ঠরামের কথার উপর নির্ভর না করে ভালই করেছেন। চুশকদের ভেতরে ঐ রকম একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়েছিল ঠিকই, আবার তার মীমাংসাও চূড়ান্তভাবে হয়ে গেছে।

রূপারাম— কি রকম কি হলো বলতো।

দস্তারাম— চুম্বক ছোটো যখন ছিটকে দূরে সরে গেল, তখন তাহারাম গিয়ে আপোষের চেষ্টা কলে। আপোষে তারা সহজেই একমত হোলো। একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু বলে—“আমায় যখন পাশের চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ঘূণায় প্রত্যাখ্যান করে সরে গেছে তখন জীবনে আমি শুকে ভালবেসে আকর্ষণ কর্তে পারবোনা। তবে ওর উত্তর মেরু যদি আমায় ভালবাসতে চায়, আমিও তাকে আমার ভালবাসা দেবো”। অপর চুম্বকের উত্তরমেরু একথায় অমনিই



(বিসদৃশ দুইটা মেরুর পরস্পর আকর্ষণ)

রাজী হোলো। কারণ সেও উত্তর মেরুর উপেক্ষা ও ঘূণায় খুব মর্মান্বিত হয়েছে কিনা।

রূপারাম—তা হলে দেখা গেলো, ভালবাসাকে স্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ রাখার জন্তেই ওদের অমন ধারা বিচ্ছেদের অভিনয়। আর ওরা নিজেদের ভেতরে যতই কলহ করুক, আমাদের সম্বন্ধে ওদের একতার অভাব নেই। তা না হলে তামারামের একটি মাত্র কথায়ই ওরা আপোষে কখন মত দেয়? ওদের ঘরে কলহের সৃষ্টি করে ওদের ক্ষতি করা কল্পনার কথা। হাঁ তামারাম! তুমি তো এ বিষয় আমাকে কিছুই বলোনি।

তামারাম—বলে কিছুই লাভ হতো না, তাই বলিনি।

রূপারাম—তা তো বুঝলুম। আচ্ছা, এখনই আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা যাক। দেরী করে কোন লাভ নেই।

তামারাম—আমি একটি সহজ উপায় ভেবেছি। দেহের বল আমাদের কারোর কম নয়। বিজ্ঞায় যতই বড় হোক জোরে ওরা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। চুম্বক যখনই আমাদের সামনে লোহারামকে নিয়ে ভাব করবে, তখন আমাদের কেউ ওদের বিচ্ছিন্ন করে মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবো। দেখবো, ভালবাসার টান তখন কোথায় চলে যায়।

রূপারাম—এ যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? উপস্থিত সভ্যদের ভেতরে কে এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত আমি জানতে চাই।

তামারাম—আমি এ ভার নিতে পার্‌তুম । কিন্তু আমি চুস্বকের
সামুনা সামুনি গিয়ে শক্রতাচরণ কলে' আমাদের
এ ষড়যন্ত্র বেফাঁস হয়ে যেতে পারে ।

রুপারাম-- ঠিকই বলছো । সেজন্য, তুমি এ কাজে অগ্রণী হও
এ আমার ইচ্ছে নয় । অপর কেউ কি এই কাজ
সম্পন্ন করতে পারে মা ?

[উপস্থিত সকলেই নীরব ।]

রুপারাম— যাক্ ! এখানে যখন কেহই সাহস কহে'মা, তখন
সোনারাম ও আমাতে মিলে যা হয় ব্যবস্থা
করবে ।

[সভা ভঙ্গ হইয়া গেল ।]

ষষ্ঠ স্তবক

[চুস্ক নিজ বাড়ীর সামনের ঘরে লোহারামের

(২) জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল]

চুস্ক (স্বগত)—বাটারা ভেবেছে আমরা কিছুই টের
পাইনি। আমাদের ওর' জব্দ করবে! প্রকৃতির
বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—কি মূর্খ, অর্বাচীন
এরা! যাক্। এরা যখন আমাদের পেছনে
লেগেছে, আমাদেরও আর শাস্ত শিষ্ট হয়ে থাকলে
চলবেনা। লোহারাম (২) এখনও এলোনা কেন?

[লোহারামের (২) প্রবেশ]

লোহারাম (২)—(প্রণাম পূর্বক) এই যে এসেছি,
গুরুদেব।

চুস্ক— এসো, বসো। তোমাদেরই একজনকে আমার
এখন বিশেষ প্রয়োজন। অফুরন্ত শক্তির উৎস
জাগিয়ে আমি তোমায় চুস্ক ধর্ম্মে আজ দীক্ষিত
করবো। এ শক্তি সাধারণ দীক্ষাপদ্ধতিতে দেওয়া
চলে না।

লোহারাম (২)— আপনার নূতন দীক্ষাপদ্ধতি আমায় বলুন।

চুম্বক— আমার ঘরের ভেতর একটা তোমার তারের কুণ্ডলী আছে। ঐ কুণ্ডলী তোমার শরীরের চারদিকে জড়াতে হবে। তারপরে টর্চ লাইটে যে ব্যাটারী ব্যবহার হয় না, তার চার পাঁচটে থাকবে তোমার সঙ্গে। ব্যাটারীগুলো পরস্পর যুক্ত করে তাদের সাথে একটা চাবির ভেতর দিয়ে কুণ্ডলীর খোলা দুমুখ থাকবে বেশ আটাভাবে লাগানো। চাবি টিপে বন্ধ করলেই কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ শুরু হবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হতেই তুমিও একটা প্রচণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়ে যাবে। চাবি খুলে দেওয়াশত্রু বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হবে, তুমিও চুম্বক ধর্ম হারিয়ে যেমনটা ছিলে তেমনটা আবার হয়ে পড়বে। এতে তুমি ইচ্ছেমত কখনও চুম্বক আবার কখনও লোহা হয়ে বিচরণ কর্তে সক্ষম হবে। তোমার শরীরটা ঝাঁকিয়ে যদি ইংরেজী ইউএর মত করে নাও, তাহলে তোমার কার্যকরী শক্তি হবে ঢের বেশী। তখন ছোটো মেরুই পাশা-পাশি থাকবে বলে উহারা একই সময় তোমার কাছে আসবে।

লোহারাম (২)—আচ্ছা গুরুদেব, আমি আমার শরীর ঝাঁকিয়ে নিলুম। এইবারে আপনার দীক্ষাপদ্ধতির অন্যান্য ব্যবস্থায় আমাকে সাহায্য করুন।

[লোহারামের (২) চারিপাশে তারকুণ্ডলী জড়ানো এবং ব্যাটারী, চাবি ও সংজোয়ক তার প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল ।]

লোহারাম (২)—(চাবি টিপিয়া) গুরুদেব ! আমার ভেতরের অণু পরমাণুগুলো যেন প্রবল শিহরণ জাগিয়ে আমার দেহে শক্তি সঞ্চারিত কর্ছে । এত শক্তি কি আমি ধরে রাখতে পারবো ?

চুম্বক— ব্যাটারী যতক্ষণ খারাপ না হবে ততক্ষণ এ শক্তি ঠিকই থাকবে । ব্যাটারীর শক্তি কমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার শক্তিও কমে আসবে । কিন্তু ব্যাটারীর সংখ্যা বা তারের কুণ্ডলীর পাক যত বাড়াবে, ততই অধিক হতে অধিকতর শক্তি তোমার দেহে প্রকাশ হয়ে পড়বে ।

লোহারাম (২)—এ শক্তির পরিচয় কখন পাবো ?

চুম্বক— চুম্বক ধর্ম লাভ করেনি এমন লোহাকে তুমি বহু-দূর থেকে আকর্ষণে টেনে আনবে । আর সেই লোহা তোমার গায়ে এমন দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে যে বিশেষ কলবান কেউ না হলে তোমাদের আলাদা কর্তে পারবে না । আচ্ছা এইবার চাবি খুলে দিয়ে নিজের পূর্ধাবস্থায় ফিরে এসো । চাবি বন্ধ রাখলে ব্যাটারীর ক্ষমতা কমে আসে । অতএব, যখনই তোমার চুম্বকের ধর্ম অর্জন করা প্রয়োজন হবে

তখনই চাবি বন্ধ করে দিবে। প্রয়োজন সিদ্ধ
হলেই আবার চাবি খুলে ফেলবে।

লোহারাম (২)—আর কিছু বলার আছে গুরুদেব ?

চুম্বক— হাঁ, এই নূতন দীক্ষায় তোমার নূতন নামকরণ
চাই। বিদ্যাতের সম্মানে তোমার নাম সমস্ত
জগতে বিদ্যৎ-চুম্বক বলে পরিচিত হবে। আর
একটি কথা। এই পদ্ধতিতে তোমার মেরু দুটোর
স্থিরতা থাকবে না। তার কুণ্ডলীর যে প্রান্তে ঘড়ির
কাটার অনুরূপ দিকে বিদ্যৎ-প্রবাহ হবে সেখানে
হবে দক্ষিণ মেরু, আর যে প্রান্তে উহার বিপরীত
দিকে হবে সেখানে হবে উত্তর মেরু। বিদ্যৎ
প্রবাহের দিক নির্ভর করবে তোমার ব্যাটারীর
সংযোগের উপরে। কাজেই একই প্রান্ত, পূর্বেক্ত
নিয়মে, কখন দক্ষিণ কখন উত্তর মেরু হতে পারবে।
এ বিষয়টা বেশ মনে করে রেখো।

লোহারাম (২)—আচ্ছা, সোজা চুম্বকের মত দোলায় উঠলে,

আমিও উত্তর-দক্ষিণ-মুখো হয়ে থাকতে পারবো।

চুম্বক— না, এটা তোমা দ্বারা হবে না। ঘোড়ার খুরের মত

স্থায়ী চুম্বকের পক্ষেও উহা সম্ভব নয়। খুব ভাল

কথাই তুলেছিলে। দোলায় উঠে সোজা চুম্বকের

মত আচরণ কর্তে গিয়ে আবার সকলের হাস্যাম্পদ

হোয়োনা কিন্তু।

লোহারাম (২)—গায়ে তার কুণ্ডলী জড়ানোর কোন বিধি-
নিষেধ নেই তো ?

চুম্বক— হাঁ, আমি সে কথাই এখন বলতে যাচ্ছিলুম।
সোজা লোহার গায়ে বরাবর একমুখো এবং
ইংরেজী “ইউ” এর মত বাঁকানো লোহার দুই বাহুতে
বিপরীত মুখো করে তার কুণ্ডলা জড়াতে হয়। এর
অনুষ্ঠান কলে ই অনুষ্ণ মেরু এসে অসুবিধা ঘটাবে।

লোহারাম (২)—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। গুরুদেব,
দয়া করে আমার ভাই ইম্পাতকেও এই নতুন
দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন।

চুম্বক— তোমার নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্বস্নেহে সন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু
এই প্রকারের দীক্ষায় ইম্পাতকে স্থায়ী চুম্বকেই
শুধু পরিণত করা চলে, বিদ্যাং-চুম্বকে নয়। ইম্পাত
ইহার পক্ষে অনুপযুক্ত। বিদ্যাং-চুম্বক হবার অধি-
কার শুধু তোমার ও তোমারই মত নরম লোহার
আছে। এইবার আমার একটি অনুরোধ শোনো।
আসছে কাল বিকেলে ৪টার সময় স্থানীয় স্কুল
প্রাঙ্গনে হাজির থাকবে। সেখানে একটা জন-
সভায় আমার নিমন্ত্রণ আছে। কোন বিপদে
পলে তোমার সাহায্য থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

লোহারাম(২)—আপনার আদেশ সানন্দে শিরোধার্য কলুম।

সপ্তম স্তবক

[স্কুল প্রাঙ্গনে সোনারাম, রূপারাম, লোহারাম (৩) ও অশ্বক
প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছে ।]

লোহারাম (৩)—(চুম্বককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) এই যে
আম্বন গুরুদেব । আপনার জন্ম এতক্ষণ উদগীৰ্ব
হয়ে ছিলুম । আপনি এখানে আসাতে কৃতার্থ
হয়েছি ।

চুম্বক— এসো, তোমার সঙ্গে একবার কোলাকুলি করে নেই
(আলিঙ্গনের জন্ম অগ্রসর) ।

সোনারাম—(বিরক্তভাবে) জনসভায় এরূপ ব্যক্তিগত ভাল-
বাসার অভিনয় আমরা অপমানজনক ও অভদ্রোচিত
বলে মনে করি । এতে বাঁধা দেওয়া প্রয়োজন ।
রূপারাম, এইবার সুযোগ উপস্থিত, এদের মাঝখানে
দাঁড়িয়ে পথ রুদ্ধ করে অবস্থান কর ।

[রূপারাম চুম্বক ও লোহারামের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইল]

রূপারাম—চুম্বকের কাছে কে যেন এগিয়ে আসছে । লোহা-
রামের সহোদর বলেই তো মনে হচ্ছে । সমস্ত
গায়ে কি জড়ানো—তার সঙ্গে আবার কতগুলি
ঘট যোগ করা দেখছি ! শরীরটা বেঁকে যে

ধনুর্ফকারের মত হয়েছে। এই যাঃ—একেবারে যে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। (আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া) তোমার এখানে আবার কি জন্তে আগমন ?

(ছদ্মবেশী বিছ্যাৎ-চুস্ক রূপারামের সামনে আসিয়া বসিতেই চুস্ক একপাশে সরিয়া গেল, লোহারাম (৩) স্বস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।)

বিছ্যাৎ-চুস্ক—তোমার সব কথা আমি শুনতে পেয়েছি। হাঁ, আমার ধনুর্ফকারই হয়েছে সত্য। শরীরটা কয়েক দিন যাবত ভালনা। ঠাণ্ডায় শরীরটা বেঁকে গেছে, আর সেজন্তেই গরম জামা পড়ে এসেছি। তা তোমাদের এ কেমন বিচার ? চুস্ক যদি লোহাকে ভালবাসে বাসুক, এতে তোমাদের হিংসে করা তো ঠিক নয়।

রূপারাম—যাও, যাও, তোমার আর মোড়োলগিরি করতে হবে না। নিজের স্বার্থে যা লেগেছে কিনা—তাই এসব অযাচিত উপদেশ শোনানো হচ্ছে। দাঁড়াও, চুস্ক ব্যাটাকে একবার জব্দ করে নেই—তারপর তোদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবকটার হাড় গুড়ো করে দেবো।

[চুস্ক অদূরে হাসিতে লাগিল, রূপারামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান লোহারাম (৩) অত্যন্ত ভীত, সম্ভ্রান্ত হইল।]

বিছ্যাৎ-চুস্ক—আমার হাড় যখন গুড়ো করবে সে তখন হবে। এইবার হয় পথ ছেড়ে দাও, নতুবা ইফদেবের নাম

জপ কর। আমাকে ঠিক চিন্তে পারোনি। আমি
ছদ্মবেশী চুম্বক। এসো, তোমার ধুষ্টতার পরিণাম
ভাল করে বুঝিয়ে দেই।

[লোহারামের (৩) মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।]

ক্লপারাম—ইস, ওকে আবার ভয় কর্তে হবে। আমি পথ অব-
রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকবো। দেখি, তোর



[ক্লপারাম বিছাৎ চুম্বক ও লোহারামের মধ্যে থাকিয়া
প্রবল চাপে পিষ্ট হইতে লাগিল।]

চুম্বক শক্তি কি করে আমাকে ভেদ করে চলে
যায় ?

চুম্বক-রহস্য

বিদ্যাৎ-চুম্বক—আচ্ছা, তাহলে মৃত্যুর জগৎ প্রস্তুত হও ।

[এই বলিয়া বিদ্যাৎ-চুম্বক ব্যাটারীর চাবি বন্ধ করিয়া প্রবল চুম্বকে পরিণত হইল এবং মূর্ত্তের মধ্যে লোহারাম পবনবেগে ছুটিয়া আসিয়া প্রবল শব্দে বিদ্যাৎচুম্বকের উপর সংলগ্ন হইবার চেষ্টা করিল—রুপারাম উভয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রবল চাপে পিষ্ট হইতে লাগিল ।]

বিদ্যাৎ-চুম্বক—(সহাস্যে) কেমন, দেখলিতো ? আমার শক্তি আটকে রাখতে পারিস্ কিনা । এখন হিংসার মজাটা বোঝো । (সোনারামদের লক্ষ্য করিয়া) তোমরাও এক এক করে এসো । যাতাকলের ভেতর পুরে একদম পিষে ফেলবো ।

[সোনারাম প্রভৃতির ভয়ে পলায়ন ।]

রুপারাম—ও বাবা গো—ও মাগো—গেলুম গো—আর স্বাষ নিতে পাচ্ছিনাগো ! দোহাই ছদ্মবেশী চুম্বক—তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর । নাকে খত দিয়ে বলছি, জীবনে এমন বেয়াদবী আর করবোনা । দয়া করে একটীবার প্রাণ ভিক্ষে দাও ।

বিদ্যাৎ-চুম্বক—(চাবি খুলিয়া) আচ্ছা, আমি আমার শক্তি সংযত করুম্ । সাবধান ! ভবিষ্যতে আর চুম্বকের বা লোহার বিরুদ্ধে এমন ভাবে লেগোনা কিন্তু ।

রূপারাম—ওঃ বাবা ! আর কি এমন কাজে হাত দেই ? তুমি দীর্ঘজীবী হও । যে দয়া আজ দেখালে তা আমি জীবনে ভুলবোনা । (স্বগতঃ) একবার অব্যাহতি যখন পেলুম, ব্যাটার উপর প্রতিহিংসা নিতেই হবে ।

(দ্রুত প্রস্থান)

তামারাম—আমিও তাহ'লে এখন আসি ভায়া । যাবার আগে একটা কথা বলে যাই । রূপারাম প্রভৃতিকে এরূপ শিক্ষা দেয়ার বড়যন্ত্র ও পন্থা-নির্দেশ আমারই ।

বিদ্যাৎ-চুম্বক—আমি তা জানতে পেরেছি । সেজগেই তো তোমায় আমি গায়ের অলঙ্কার করে রেখেছি । শুধু আমার গায়ের অলঙ্কার হিসেবে কেন, আমার জন্মদায়ীনি শক্তিভূতা জননী বিদ্যাতের প্রধান বাহন হিসেবে ও যে তোমার জগৎময় প্রতিষ্ঠা । তোমার পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয় । তোমার ধাতু-জন্ম সার্থক হয়েছে, তামারাম ।

তামারাম—কিন্তু তোমার গায়ে ঐ যে কুণ্ডলী জড়ানো আছে, উহা তো সূতোর বলেই মনে হচ্ছে ।

বিদ্যাৎ-চুম্বক— তোমার ধারণা আংশিক সত্য । তবে যেটাকে তুমি সূতো বলে ভাবছো, উহা তোমার তারের

উপরই একটা সূতার আবরণ মাত্র। এই আবরণ না থাকলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় তারের গা থেকে সুবিধে পেলেই বিদ্যুৎ পালিয়ে যায়। মানুষ ঐ রকম তার স্পর্শ কলে' তার শরীরে ভয়ঙ্কর ধাক্কা লাগে। তা না হলে তোমাকে অমনভাবে ঢাকার কোন প্রয়োজন হতো না।

তামারাম—আমার দিক দিয়ে ও ভালই হোলো। সোনারাম প্রভৃতি বুঝতে পারেনি যে আমিও তলে তলে তোমাদের সঙ্গেই আছি। তারা একেই আমায় নারদ, বিভীষণ, মিরজাফর এমনি কতকিছু বলে এখানে সেখানে অসাক্ষাতে নিন্দে করে বেড়ায়। এই সমস্ত ব্যাপার তারা জানতে পালে' আমার কি আর রক্ষে আছে ?

বিদ্যুৎচুষক—ভগবান তোমার সহায় আছেন। তোমার কোন ভয় নেই। আচ্ছা, এইবার যাওয়া যাক।

(বিদ্যুৎ-চুষক ও তামারামের প্রস্থান, চুষক পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল।)

অষ্টম স্তবক

[চুস্ক-ধর্মপ্রাপ্ত লোহারাম (১) চুস্কের সঙ্গে তার বৈঠকখানায়
বসিয়া কথা বলিতেছিল ।]

লোহারাম (১) (চুস্কধর্ম প্রাপ্ত)—(চুস্কের প্রতি) গুরুদেব !
আমাদের শত্রুপক্ষ যেরূপ দলে ভারী হয়ে উঠছে,
তাতে আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধির আবশ্যিকতা মনে করি ।
লোহামাত্রকেই আপনি চুস্কধর্মে দীক্ষিত করে
নির্নন ।

চুস্ক— তা কি হয়রে ! লোহার দ্বারা দুনিয়ায় আরও যে
কত অসংখ্য প্রকার কাজ করার রয়েছে । বিম
বর্গা, কড়ি, কড়াই, অস্ত্র, শস্ত্র ও ছুরি, কাচি, যন্ত্র
ইত্যাদি কত রকমারি জিনিষ তৈয়ারে লোহা ভিন্ন
চলে না । তবে একটা ভাল খবর শোন ।
আমার কাছে আর একটা দীক্ষাপদ্ধতি আছে ।
সে পদ্ধতিতে বিশেষ কোনই প্রক্রিয়া নেই । শুধু
সংস্পর্শ বা সান্নিধ্য দ্বারা আমরা আমাদের প্রভাব-
ক্ষেত্রের নিকটবর্তী যে কোন লোহাকে কম বেশী
মাত্রায় চুস্কধর্মে অনুপ্রাণিত কর্তে পারি । এ
প্রণালীতে অবশ্য স্থায়ী ও শক্তিমান চুস্কের সৃষ্টি
করা চলে না কেননা, আমরা দূরে সরে গেলেই
লোহার চুস্কত্ব লোপ পায় ।

লোহারাম (১)—এঁতো চমৎকার পদ্ধতি । মুহূর্তের ভেতরে এক জায়গায় সমবেত সবগুলো লোহাকে চুম্বক বানিয়ে দেওয়া—কি বিস্ময়কর ব্যাপার ! হলই বা এরা দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী । ঐ সময়ের জন্ম ওরা নিশ্চয়ই চুম্বক বলে গণ্য হবে । মিটিং ফিটিংএ ভোট দেয়ার সময় বেশ চাল দিয়ে সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া চলবে । আচ্ছা, গুরুদেব ! এ পদ্ধতিতে মেরু-সৃষ্টির কি অন্য কোন নিয়ম আছে ?

চুম্বক— নিশ্চয় আছে । এ নিয়ম সাধারণ পদ্ধতির ঠিক উল্টো । চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে লোহার যে প্রান্ত থাকবে সেই প্রান্ত হবে দক্ষিণ মেরু, আর লোহার যে প্রান্ত দূরে থাকবে সেই প্রান্ত হবে উত্তর মেরু । তেমনি, চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর নিকটে লোহার যে প্রান্তভাগ থাকবে সেখানে হবে উত্তর এবং দূরবর্তী প্রান্তে হবে দক্ষিণ-মেরু ।

লোহারাম (১)—শুনে খুব আনন্দ হলো । এখন আর আমাদের ভাবনা নেই । (অদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) গুরুদেব, আমি এখন বিদায় হই । বিজয়গর্বে উৎফুল্ল বিছ্যাৎ-চুম্বক এদিকে আসছেন, আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন ।

(লোহারামের (১) একপথ দিয়া গমন, বিছ্যাৎ চুম্বকের ভিন্ন পথে প্রবেশ ।)

চুম্বক— সাবাস ভায়া ! রূপারাম তোমার হাতে যা শিক্ষা পেয়েছে দেখ্‌লুম, তাতে করে ওরা নিশ্চয়ই

জোট পাকিয়ে আমাদের আর শাস্তি ভঙ্গ
করবে না ।

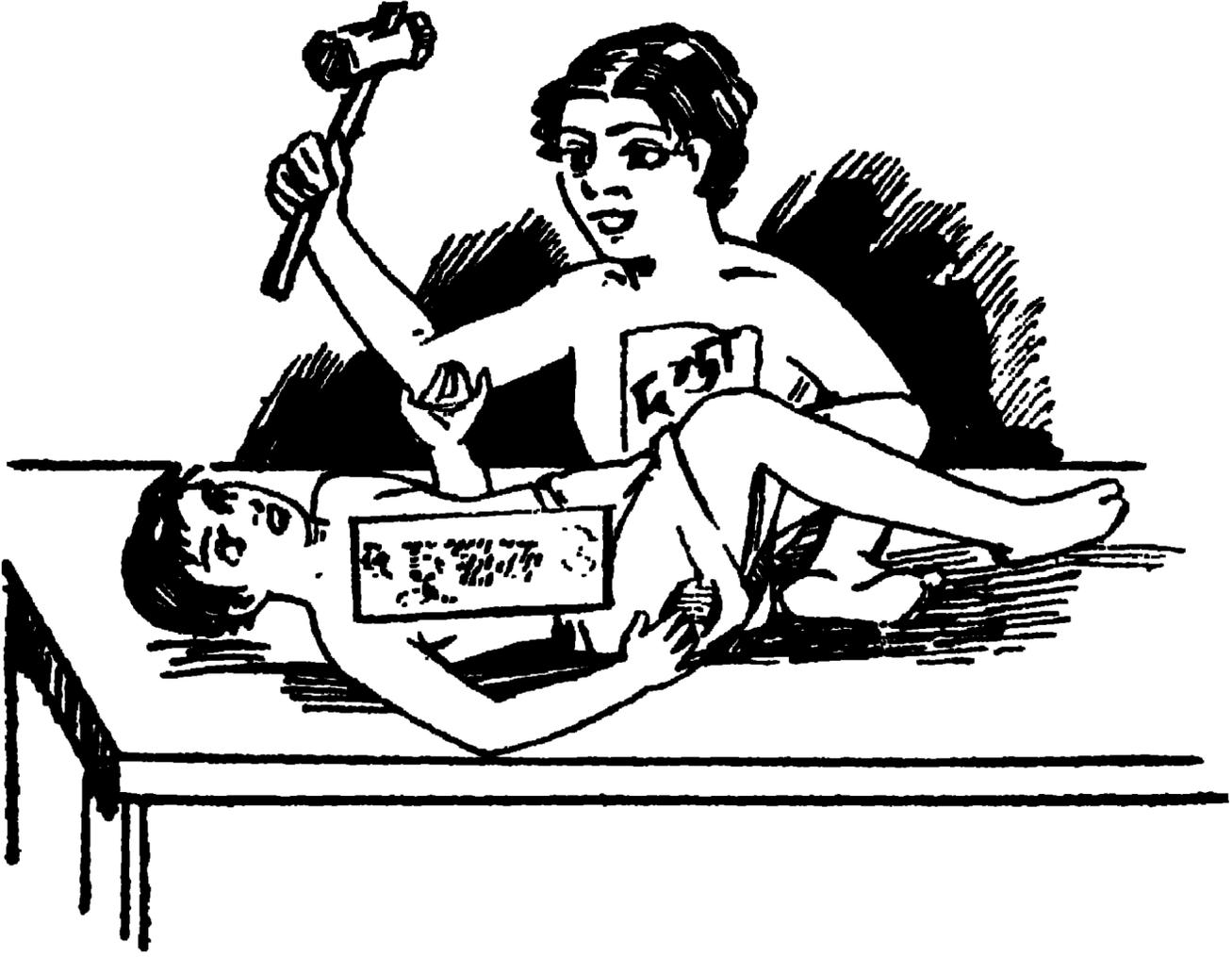
বিদ্যৎ-চুষক—প্রথমটায় ভেবেছিলুম, তাই বা হবে। কিন্তু
অপমানে হতবুদ্ধি হয়ে, ওরা হীন প্রতিহিংসার উপায়
অবলম্বন করে । গেছে কাল দুর্ভক্তেরা ভয়ে যখন



[দস্তারাম প্রভৃতি একটা চুষককে একাকী পাইয়া ধরিয়া
লইয়া যাইতেছে ।]

আমার কাছ থেকে পালিয়ে নানানদিকে চলে যায়,
তখন রাজপথে ওদের ভেতর কাহারা একটা
তরুণ চুষককে একাকী দেখতে পায় । ওকে ধরে

নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে প্রথমটায় হাতুড়ি দিয়ে খুব মারপিট করে ; তারপর ক্রমাগত মেজের ওপোর আছাড় মারতে থাকে । কিন্তু এত নৃশংসতা দ্বারা ও যখন বেচারার চুম্বক ধর্ম একেবারে ভাড়াতে পালেনা, তখন শয়তান ব্যাটীরা ওকে আঙুনে পুড়ে ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিলে !

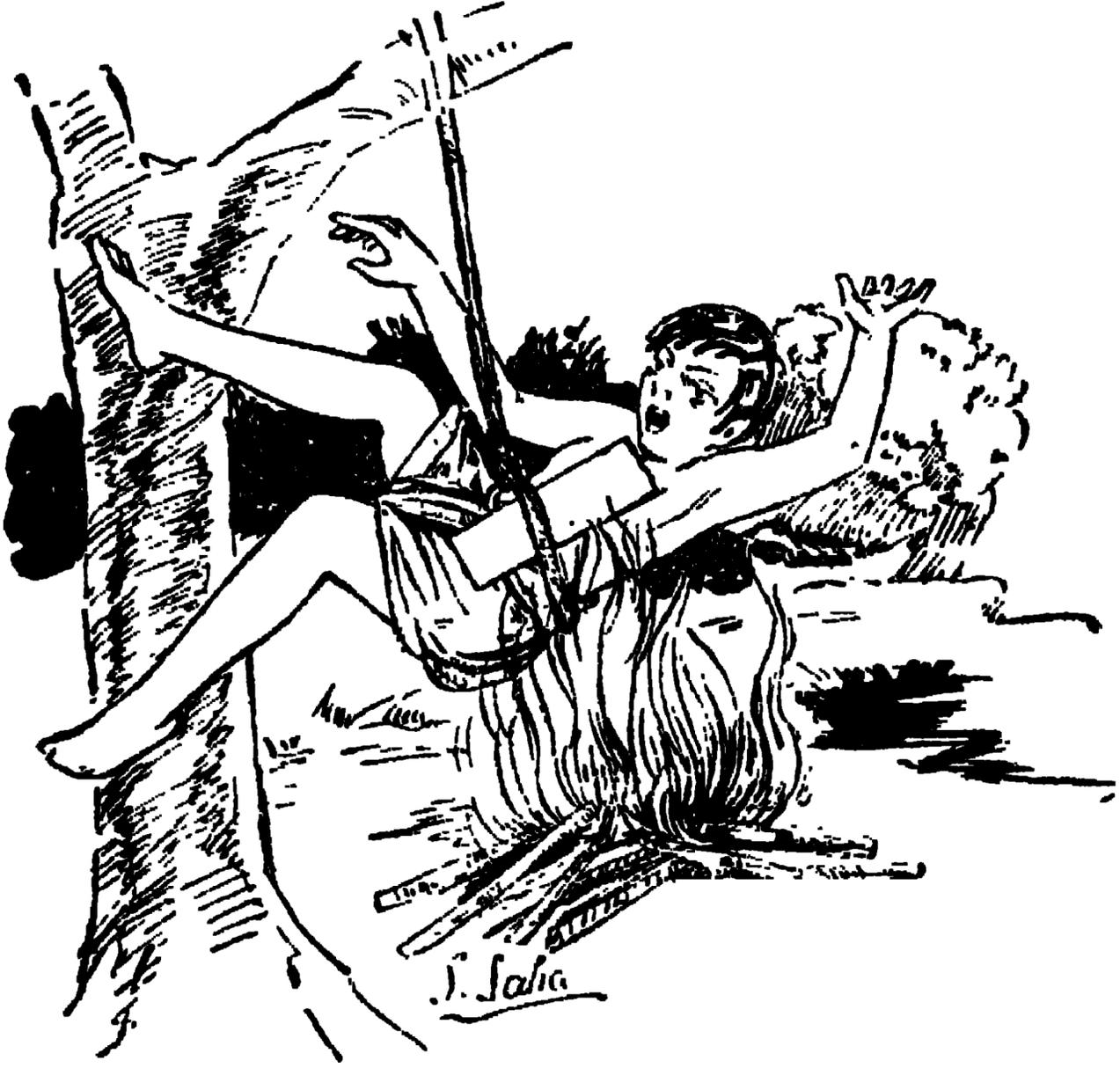


[দস্তারাম ধৃত চুম্বকটীকে হাতুড়ি দ্বারা
আঘাত করিতেছে ।]

চুম্বক— একথা কার কাছে শুনলে ?

বিদ্যাৎ-চুম্বক—কথাগুলি সব সত্য । তবে প্রথম কে খবরটা
দিয়েছে মনে নেই ।

চুম্বক— কিন্তু আছাড়ে, হাতুড়ির পিটুনীতে আর আগুনে
পোড়ালে যে আমাদের চুম্বক ধর্ম নষ্ট হয়, ওরা
কি করে জানলে ?



[ধৃত চুম্বকটিকে দড়ীতে বুলাইয়া আগুন দেওয়া হইতেছে ।]

বিহুৎ-চুম্বক—বোধ হয় কোন বিশ্বাসঘাতকের কাজ হবে।

চুম্বক— বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ব্যর্থ এদের হীন প্রচেষ্টা।
হাতুড়ীর পিটুনীতে, আগুনে কটা চুম্বকের ধর্ম
ওরা নষ্ট করবে ? আর নষ্ট করলেই কি হোলো ?
ঐ যে দক্ষ চুম্বকের কথা বললে, ওর দক্ষ দেহকে

তোমার দেহে সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে একবার স্পর্শ কর, দেখবে উহা মুহূর্তের মধ্যে অধিকতর প্রবল চুম্বকে পরিণত হয়ে গেছে।

বিদ্যাৎ-চুম্বক—কি আশ্চর্যের কথা! কিন্তু এ কেন সম্ভব হয়?

চুম্বক— প্রকৃতির বিধানে হতেই হবে। লোহাকে চুম্বক ধর্ম্যে দীক্ষিত করার মানে হোলো ওর এলোমেলো সুপ্ত আণবিক চুম্বক গুলোকে নির্দিষ্টভাবে সাজিয়ে দেওয়া। তেমনি চুম্বকের ভেতরকার সাজানো আণবিক চুম্বক গুলোকে কোনমতে এলোমেলো কর্তে পারলেই ওর চুম্বকত্ব চলে যায়। কিন্তু চুম্বকত্ব চলে গেছে এরূপ চুম্বক লোহার দেহ আমাদের যে কেহ ঘষে দিলে ওর এলোমেলো চুম্বকগুলো আবার ঠিকভাবে এসে দাঁড়ায় এবং উহা আবার একটি চুম্বকে পরিণত হয়ে পড়ে। চুম্বকের স্পর্শ বা মর্দনে লোহার আণবিক চুম্বক গুলোর এলোমেলো ভাব কেটে যায়, আর আগুনের স্পর্শে ও হাতুড়ীর পিটুনী ইত্যাদিতে চুম্বকের সাজানো আণবিক চুম্বকগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে বলে ওর চুম্বকত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিদ্যাৎ-চুম্বক—হাঁ, একথা লোহারামের কাছে শুনেছিলুম অনেক দিন আগে। (অদূরে লক্ষ্য করিয়া) দক্ষচুম্বক যেন এদিকে আসছে।

চুম্বক— কি করে এখানে ফিরে এলে বৎস ! বরাতদোষে তোমার অনেক দুঃখ ভোগ করতে হোলো ।

দন্ধচুম্বক—তা হলে আপনি সব ঘটনা শুনেছেন । আমাকে যখন দড়ীতে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়ে দেখলে আমার চুম্বকই এতটুকুও নেই, তখন ওরা রাস্তার ধারে আমায় ফেলে দিলে । কাল সমস্ত রাত আমি অজ্ঞান হয়ে রাস্তার পাশেই পড়েছিলুম । আজ কিছু পূর্বে জ্ঞান ফিরে আসতেই আপনার কাছে নিজের দুর্দশার কথা জানাতে এলুম ।

চুম্বক— বিধাতার ইচ্ছা খণ্ডন করা যায় না । যাক, যা হবার হয়ে গেছে । বিদ্যাত-চুম্বক এখনই তোকে আবার শক্তিমান চুম্বকে পরিণত করে দেবে ।

[বিদ্যাত-চুম্বক চাবি বন্ধ করিয়া চুম্বকে পরিণত হইল এবং দন্ধ লৌহের গাত্রদেশ কয়েকবার স্পর্শ করিল ।]

দন্ধচুম্বক—ওঃ ! ধরে আবার প্রাণ এলো । জীবনে আর কখনও একা একা কোথাও যাবো না । হাতুড়ির পিটুনী আর আগুনে বড্ড ভয় লাগে । ওরা আমাদের মরণকাঠী ।

বিদ্যাত-চুম্বক— (চুম্বককে লক্ষ্য করিয়া ।) গুরুদেব, আমি এখনি বেরিয়ে পড়বো । আজ সন্কার সময় সোনারামদেব জব্দ করার একটা ভারী মজার

উপায় স্থির করা হয়েছে। যদি এ চেষ্টায় কোন
সুফল ঘটে আপনাকে খবর দেবো।

[বিদ্যুৎ-চুস্কের প্রস্থান, দম্ব-চুস্ক সেদিনকার মত চুস্কের
বাড়ীতেই রহিয়া গেল।]

নবম স্তবক

(দস্তারামের আড্ডাখানা)

রূপারাম— শেষটায় চুস্ক ব্যাটারদের চাপে মারা পড়েছিলুম
আর কি! আমি তবু বরাতজোরে হাড়-কথানা
নিয়ে ফিরে এলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার পরে যখন
আমাদের সভ্যদের ভেতর কে কে রাস্তা দিয়ে
যাচ্ছিল, তখন একটা গাছের ডাল থেকে পাহাড়
প্রমাণ একটা জিনিষ ওদের ঘাড়ের উপর এসে
পড়লো। হতভাগ্য ওরা—ওদের হাড়গুলো প্রচণ্ড
চাপে একদম গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল! আর

সেই গুড়োগুলি হাওয়ায় উড়ে কোথায় মিশে
গেছে কে জানে ।

দস্তারাম—আরে ! ওয়ে ছিঃ-চুম্বক-ই কাজ—তুমি যার হাতে
অমন জীবন মরণ সমসায় পড়েছিলে । ব্যাটার
আকর্ষণ শক্তি অসাধারণ—সাজ ওর যাতুমন্ত্রের
চাবি । চাবিটা বন্ধ কন্লেই ওর দোহে প্রবল শক্তি
সঞ্চারিত হয়ে উঠে । তখন খুব ভীষণাকার
লোহাকে আকড়ে ধরে থাকা ওর পক্ষে তুচ্ছ
বাংপার । চাবি খুলে দিলেই ওর আকর্ষণ শক্তি
হঠাৎ-তখন ঐ লোহাটা লেগেই পড়ে পড়ে গিয়ে
সামান্য বস্তুর মত লাগেই নিম্ন মাটিকেই চুম্ব
বিচূর্ণ করে দেয় ।

উপস্থিত সকলে—প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা চাও ! ছলে বলে
কৌশলে চুম্বকব্যাটারেব অনিষ্ট সাধন করুই হলে :

(মহসী পোতল রহস্য প্রবেশ)

পোতলরাম— (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) আর ভয় নেই
আর চিন্তে নেই । চুম্বকব্যাটারেব মরণকাঠি জানতে
পেরেছি । রাত্রি বেলায় ওদল বর বাড়ী
আসেন লাগিয়ে পুড়ে দাও । সব ব্যাটার চুম্বক-ই
বাহ্যেই হবে হয়ে বাবে ।

দস্তারাম— কি করে জানলে ?

পেতলরাম—হুদিন হোলো আমরা কজন মিলে একটা চুম্বককে একাকী পেয়ে প্রথমটায় হাতুড়ি দিয়ে খুব মার ধোর করি। তাতে যখন ওর সমস্তটা শক্তি চলে গেল না, তখন খেয়াল বশেই দড়ীতে ঝুলিয়ে ওর গায় আগুন লাগিয়ে দেই। খানিক বাদে আগুন থেকে তুলে পরীক্ষা করে দেখতে পেলুম, ব্যাটা আর লোহাকে আকর্ষণ করেনা, দোলায় উঠে উত্তর দক্ষিণ মুখোও থাকে না।

তামারাম—তোমাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সংবাদে উৎফুল্ল হবারও কোন কারণ নেই। তাই জেনে শুনেও একথা তুলিনি।

রূপারাম—কেন? কেন? আবার কি হোলো?

তামারাম—আমি বিশ্বস্তভাবে খবর পেয়েছি, যে চুম্বককে দক্ষ করা হয়েছিল সেটা তেমন বলবান ছিল না। বিদ্যুৎ-চুম্বক নাকি তাকে আবার ঢের বেশা শক্তি-শালী চুম্বকে পরিণত করেছে। জীবন-কাঠি যখন ব্যাটাদের হাতে রয়েছে, তখন আগুন টাঙনে কিছুই হবার নয়।

রূপারাম—তা হলে কি কাজ করা যায়?

দস্তারাম—মুখোমুখি হয়ে ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবোনা। কাজেই গুপ্তহত্যারূপ হীন পন্থায় এখন ওদের কাবু কর্তে হবে।

পেতলরাম—সে বুদ্ধি মন্দ নয় । ৪।৫ টাকে অমনি কেটে মেরে
ফেলে আর কিছু না হোক, ওরা একটু ভয়ে ভয়ে
থাকবে ।

রূপারাম—বেশ, তাহলে আজই আমরা শানানো ছুরিকা নিয়ে
৪।৫ জনে মিলে রাজপথের পাশে গাছের ঝোপে
লুকিয়ে থাকবো । চুম্বকদের কাউকে দেখতে
পেলে ছুরিকার আঘাতে চুম্বকজীবন শেষ করে
দেবো । (রূপারাম প্রভৃতির প্রস্থান)

দশম স্তবক

[রূপারাম, মোনোরাম, দস্তারাম প্রভৃতি সন্ধ্যার পর রাজপথের পাশে
লুকায়িত্ব অপেক্ষা করিতেছিল ।]

কাষ্ঠরাম—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পায় ব্যাথা ধরে এলো ।
কই, কোন ব্যাটারই তো টাঁকি দেখতে পেলুম না ।
ছোটো চুম্বকের বাড়ী তো কাছেই । তারা আবার
এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছে নাকি ?

দস্তারাম— চুপ্ করে, চুপ্ বরো। ঐ যে কারা আসছে।
লক্ষা ছিপাছপে একটা চুম্বক লোহারামের কাঁধে
হাত মেখে বেশ আনন্দে কথা বলছে। ভালই
হোলো। ব্যাটাকে অনায়াসে কেটে ফেলা যাবে।

রূপারাম— ভায়াল্লা, এইবার প্রস্তুত থাকো। চুম্বক আমাদের
পাশ কাটিয়ে যেমনি চলে যাবে তেমনি শানানো
ছুরিকা গুর শরীরে জাম্বলে বসিয়ে দিতে হবে।

[চুম্বক ও লোহারাম পাশ কাটির বাইত্রেহ দস্তারাম
ছুরিকাঘাতে চুম্বককে বরাশারী করিল।]



চুম্বক— 'কি কিসকল করলো থেকে ছুরিকার তাঘাতে
কেটে ফেলল' লোহারাম। লোহারাম বাথায়
গেল। কাপুরব, ইন চুম্বক কে হোরা ?

কপারাম—শঠে শঠাং সমাচবে—স্যাং—স্যাং—স্যাং—তাই তোমাদের
শঠতার প্রতিশোধ শঠাং—স্যাং—স্যাং—স্যাং—দিয়েই নিভে
হচ্ছে। এইবার কেমন জন্ম হয়েছে! বাচাধন?

কাষ্ঠরাম—কিন্তু ব্যাটা ছুখানা হয়েও যে বেশ কথা কইছে!

দস্তারাম—সে অক্ষুণ্ণে, ব্যাটার চুষকত্ব মবে ভুত হয়েছে
নিশ্চয়।

(চুষকত্ব গুহর এক একটা গোটা চুষক কইয়া আত্ম প্রকাশ করিল।)

চুষক-খগুদয় (সমস্বরে)—হাঃ—হাঃ—হাঃ—অমন ভাবে
আমাদের চুষকত্ব তোরা দূব কর্তে পারবিনে, ঠিক
জানিস্

কপারাম—এগনও চুষকত্বের বড়াই করিস! ভাল কথা,
কাষ্ঠরাম, লোহারামশায়কে এইবার ভেডে দে!

দেখ, বন্ধুব প্রতি এত টান কোথায় গেল।

(লোহারাম বিখণ্ডিত চুষকের প্রত্যেক পানি দ্বারা আকৃষ্ট হইল।)

চুষক-খগুদয়—এসো বন্ধু, এসো। শত খণ্ডে খণ্ডিত হলেও
আমাদের চুষকত্ব অক্ষয় অনর।

কাষ্ঠরাম—খান, আর বক্তে হবে না। (স্বগত। ব্যাটাদের
দোলায় ঝুলিয়ে দেখি উত্তর-দক্ষিণে-চাঁদয়া এখন
আর হজম কর কিনা।)

(কাষ্ঠরাম সব পব চুষক-খগুদয়কে দোলায় ঝুলিয়ে—বন্ধুপানির

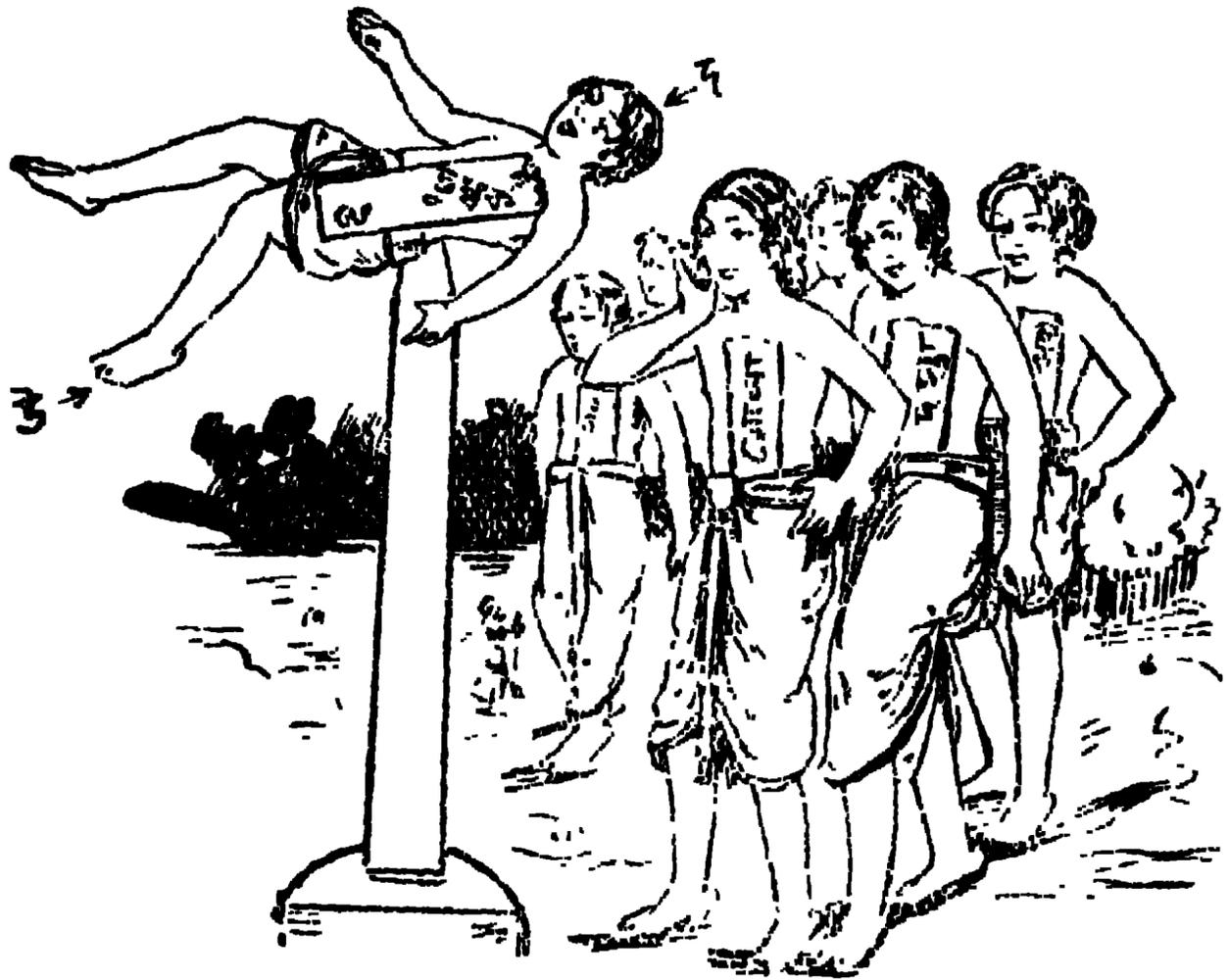
হোঁসয়া ছুঁলিয়া উত্তর দক্ষিণ-মুণ্ডো কণ্ঠা অংগান করিল।)

দস্তারাম——তাঁটা—হ্যাঁ, একি ছোলেপা?—স্যাং—স্যাং—স্যাং—চুষকত্ব যে
কিছুতেই নষ্ট করা যাচ্ছে না। এদের টুকরো

টুকরো না করলে হবে না। পেতলরাম,—এক
খণ্ড চুষক কষাই খানায় নিয়ে শত খণ্ডে বিভক্ত
করে দেখো কি হয়।

(পেতলরাম আদেশ পালন করিতে গেল এবং কিছুকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া ।)

পেতলরাম— না বন্ধু কিছুই হোলো না। মরিয়া না মরে রাম
এ কেমন বৈরী। বাটা রক্তবীজের বংশ—প্রত্যেক
খানি শুম্ম শুম্ম টুকরা যেন এক একটা গোটা
চুষক হয়ে দাঁড়ালো।



(খণ্ড-চুষক উভয় দক্ষিণ-মুখে হইয়া রহিল ।)

সোণারাম— তা হলে হত্যাধারা তো কোন শ্রফলই সংঘটিত
হচ্ছে না। বরং এত করে ওদের সংখ্যা বৃদ্ধিরই
সহায়তা করা হোলো।

রূপারাম—এখন শেষ পন্থা অবলম্বন করে দেখবো। ঐ যে বাকী আর্দ্রক্ চুম্বককে আশ্রয় করে আর একটা গোটা চুম্বক গজিয়ে উঠেছে, ওর পেটের কাছে ছোট্ট গর্ত করে শূলে চড়িয়ে দেওয়া যাক।

(কাঠরাম রূপারামের অভিজ্ঞায় মত চুম্বক খণ্ডের পেটের কাছে ছোট্ট গর্ত করিয়া একটা লম্বমান ফলকদণ্ডের উপর স্থাপন করিল, চুম্বক ঘুরিয়া ফিরিয়া সহাস্যে উত্তর দক্ষিণ-মুখো হইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিল। রূপারাম প্রভৃতি উপযুক্ত পরি পরাভবে লজ্জাবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।)

একাদশ স্তবক

সোনারাম—এত শক্তি এত অর্থব্যয় হোলো। কিন্তু কিছুই তো আমরা করে উঠতে পারলুম না। পদে পদে আমরা চুম্বকের হাতে অপদস্থই হলুম। তামারামের মত চাণকা থাকতে এরূপ উপযুক্ত পরি

পর্যাপ্ত মাথা পেতে গ্রহণ কর্তে হবে তা কখন
ভাবিনি :

ভান্নারাম—ভায়া, চেফার তো ক্রটি কিছুই করিনি। বিধাতা
তোমাদের প্রতিকুল, আমার কি ক্ষমতা আছে।
তবুও কি আন চুপ করে আছি? কালকে রাতে
চুম্বক ব্যাটার বাড়ীতে নেমস্তন্ন ছিল; পাওয়া
শেষ হয়ে গেলে চুম্বক ব্যাটা যখন এর শয়ন ঘরে
চুক্লে, তখন সুযোগ পেয়ে ব্যাটার আকৃষ্টিত
খানা চুরি করে আনি। আকৃষ্টিতে ব্যাটার
নাড়ী নক্ষত্র সব জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমাদের
প্রাতিহিংসা সাধনের পক্ষে তাতে সাহায্য হবে
কত খানি বলতে পারিনে।

সোনারাম—আকৃষ্টিতে কি আছে সংক্ষেপে একবার বল দেখি।

ভান্নারাম—‘চুম্বকের আদিম অবস্থান পাহাড়ের খনিতে।
শিশু যেমন মাটির বুক আকড়ে থাকে, চুম্বকও
পৃথিবীর বক্ষ জড়িয়ে কাটাতে তার অতীত
জীবন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের সন্নিহিত বাড়ানোর ক্ষমতা
পৃথিবীর কাছে চুম্বককে ভিক্ষা চাইলে। শুনে
চুম্বক কেঁদে থাকে। এদিকে প্রকৃতি আবার
পৃথিবীর আভঙ্গ সখী। পৃথিবী বলে “বৎস, প্রকৃতির
হাতে পেলে ও তোর ওপোর ভালবাসা আমার
অটুট থাকবে। আমিও যে তোরই মত চুম্বক।

বিধাতার বিধানে উত্তর-দক্ষিণ মুখা করে আমরা
 অনন্তশয্যা। যখনই স্বাধীন ভাবে বিচরণের সুযোগ
 পাবি, তখনই আমার স্নেহের টান বুঝতে পাবি।
 দোলায় উঠলে আমারি মত উত্তর দক্ষিণ-মুখা হয়ে
 তোর দেহ অবস্থান করবে। শত চেষ্ঠায়ও অণু
 কেউ তোর দেহ অণু জায়গায় রাখতে পারবে না।
 এর ভেতরেও আমার স্নেহের টানই উল্লস্কি
 করি। আগুন, হাড়ির পিটুনা ও আছাড় বিছাড়
 এড়িয়ে চলি। কিন্তু ছুবিকায় শঙ্খাৎখণ্ড হলেও
 তোর চুম্বকত্ব অটুট থাকবে। আমাদের শরীরের
 প্রত্যেকটা অণু এক একটা চুম্বক। অণুকে ভাঙতে
 না পারলে কেউ তোর চুম্বকত্ব কেউ নষ্ট করে
 পারবে না। লোহাকে এবং অল্প মাত্রায় কোবাল্ট ও
 নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে তুই আকর্ষণ করি এবং
 তোর শরীরের স্পর্শ দ্বারা এদের কৃত্রিম চুম্বকে
 পরিণত করতে পারি। এদের ছাড়া আর
 যা কিছু আছে তাদের ভেতর দিগে তোর
 চুম্বক শক্তি অল্প মাত্রায় সঞ্চারিত করে। এম
 তোর চুম্বক শক্তি প্রভাব অবলম্বিত করে না।
 তাই বলছি, তুই কৃত্রিম জীবন নিয়ে পৃথক
 আকর্ষণ পূর্ণে তোর চুম্বক শক্তি সঞ্চারিত করে।
 তোর হবে কত সম্মান, কত প্রশংসা! টেলিফোন,

টেলিগ্রাফ, বেতার, মোটর, ডাইনামো, মাইক্রো-ফোন, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এবং আরও অসংখ্য যন্ত্রে হবে তোর প্রতিষ্ঠা। সব চাইতে বড় কীর্তি হবে তোর—জাহাজ পরিচালনে। দিগন্ত-প্রসারী সমুদ্রে যখন দিকনির্ণয়ের অন্ত সব পন্থা অচল, তখন তুই হবি নাবিকদের একমাত্র ধ্রুবতারা। আলোকে, আঁধারে, ঝড়ে, বাদলে, তোর বিজয়-বৈষ্ণবস্তী বিঘোষিত হবে, প্রত্যেক নাবিকের জাহাজ প্রকোষ্ঠে। অতএব আক্ষেপ কোরো না বৎস! আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা বর্ষের মত ঘিরে তোমার প্রাকৃতিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

সোনারাম—এতো চমৎকার আত্মকাহিনী। শুনে যেন তৃপ্তি মেটে মা! কিন্তু চুম্বকের সঙ্গে লোহারামের ভালবাসার কথা মনে হলেই হিংসার আগুন যেন জ্বলে ওঠে। কোন রকমে এদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে আমাদের আর আপশোষ থাকে না।

ভামারাম—আত্মচরিতে আরও অনেক কথা আছে, তা এখন বল্‌লুম না। অবশ্য তা জেনে তোমাদের কাজেরও কিছুই এগোবে না।

রূপারাম—সব শুনলুম ও বুঝলুম। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি-বৈচিত্র্য আমাদেরও তো প্রয়োজন কম নয়।

তিনি আমাদেরও পরিচালিকা। আমরা ধর্মঘট আরম্ভ কোর্বো! প্রকৃতিদেবী আমাদের কামনা পূরণ না করলে তাঁর কোন কাজে আমরা থাকুবো না। হিংসার পথে গিয়ে আমরা ঠগেছি। অহিংস-অসহযোগের পথ নিয়ে এবার দেখা যাক।

তামারাম—সেই উত্তম।

দ্বাদশ স্তবক

[উন্মুক্ত মাঠে সোনারাম রূপারাম প্রভৃতি ধর্মঘটকারীরা সমবেত হইয়া কথাবার্তা বলিতেছে।]

দস্তারাম—অহিংসার পথ দিয়ে প্রেম আনা যায়। কিন্তু প্রতিহিংসার চরিতার্থতা হিংসার পথেই সম্ভব। প্রকৃতিদেবী কি আমাদের ধর্মঘটে বিচলিত হয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন?

সোনারাম—হিংসার পথে সুবিধে হলে কি বাপু আর এমন করে নিষ্ক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করি। আজ

ধর্মঘটের ছুদিন হয়েছে। আমাদের ভেতরে যারা হীন, কাপুরুষ, তারা ঘুষ খেয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। কিন্তু গুন্ডুম, ব্যবসা, বাণিজ্য, কারখানা, বাজার সমস্ত মহলে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আর একদিন ধর্মঘট চললে তুমুল বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে। প্রকৃতিদেবী কি চুপ করে এই সব দেখতে পারবেন। একি! পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে, শ্রবল শিহরণে যে ঠিক থাকতে পারছি না! (সহসা মাটি কাঁপিয়া থামিয়া গেল।)

সমবেত সকলে—একি হলো, চলো পালাই, উঃ! কি কাপুনিটা খেলুম!

সোনারাম—তোমাদের ভয় নেই! কম্পন থেমে গেছে। প্রকৃতিদেবীর আসন টেলেছে বলেই পৃথিবীর অমনি কম্পন হোলো।

দস্তারাম—হাঁ হলে প্রকৃতিদেবী কি আমাদের আন্দোলনে বিচলিত হয়েছেন?

রূপারাম—হাঁ নিশ্চয়ই। (আকাশ পানে লক্ষ্য করিয়া)

একি! চারিদিকে একটা স্বর্গীয় আলোকছটা যেন পরিব্যাপ্ত হয়েছে! ঐ যে স্বর্ণ কিরীটমণ্ডিত বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী আমাদের প্রকৃতিদেবী আনন্দোৎসবে সমুজ্জ্বল হয়ে উর্দ্ধ আকাশে অবতারণা হয়েছেন। (প্রকৃতির আবির্ভাব।)

প্রকৃতি -- সোনারাম, রূপারাম ! আমার ভাগ্যে যত ঐশ্বর্য
আছে, তার ভেতরে তোমাদের স্থান অতি উচ্চ ।
তোমাদের গাথা দাবী কি কখন পূরণ না করে পারি ?
কিন্তু ধর্মঘটের পূর্বে আমাকে একবার স্বরণ
করলে সব গোলমাল মিটে যেতো । তোমাদের
কি কামনা আমায় জ্ঞাপন কর ।



[আকাশে প্রকৃতির আদির্ভব, রূপারাম প্রভৃতির মৌনাবলম্বন ।]

সোনারাম—দেবী, চুম্বক চুম্বকে ভালবেসে আর্ষণ কোরুন,
এতে অবশ্য আপত্তি করা অসম্ভব । কিন্তু আমা-
দের সেরাদের ছেড়ে লোহার সঙ্গে চুম্বকের ঐরূপ
প্রীতিসংস্থাপন আমরা কি প্রকারে সহ্য করি

বলুন। আপনি বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাম্য ব্যবহার আপনার কাছে আমরা প্রত্যাশা করি।

প্রকৃতি— তোমরা একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এতটা কাণ্ড করেছো। আমার কথা শোনো। তার পরে তোমাদের আপশোষের বা প্রত্যাশার কিছুই থাকবে না। চুম্বক চুম্বকেই শুধু ভালবেসে আকর্ষণ করে, লোহাকে নয়। কারণ লোহা যখন চুম্বকের কাছে আসে, তখন উহার প্রাকৃতিক লৌহ সত্ত্বা থাকে না—উহাও একটি সাময়িক চুম্বক হয়ে দাঁড়ায়। আসল চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে সাময়িক চুম্বকের দক্ষিণ মেরু অথবা আসল চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে সাময়িক চুম্বকের উত্তর মেরু সৃষ্টি হয়—উহাদের ভেতরেই আকর্ষণ ঘটে থাকে।

রূপারাম— হাঁ—বিসদৃশ দুটি চুম্বক মেরুর ভেতরে আকর্ষণ এবং দুটি সদৃশ চুম্বক মেরুর ভেতরে বিকর্ষণ হয়, তা জানতুম। আর চুম্বকের সান্নিধ্যে কোন লোহা থাকলে উহাও সাময়িক চুম্বক হয়—একথাও তো নূতন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মূর্খতা বশতঃ প্রকৃত ব্যাপারটা আমরা তলিয়ে দেখিনি।

প্রকৃতি— তা হলে দেখতে পেলো, লোহা ও চুম্বকের আকর্ষণের ভেতরে দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরুর আকর্ষণই বাস্তবিক হয়ে থাকে—লোহা ও চুম্বকের

ভেতরে নয় । কাজেই বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হলেও
লোহার উপর চুম্বকের প্রকৃত ভালবাসা আছে,
এ ধারণা করা নিতান্ত ভুল হবে । তোমাদের
মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছে ? এই বারে ধর্মঘট
তুলে দিয়ে নিজনিজ কাজে নিযুক্ত হও গে ।

সোনারাম— দেবী, আমাদের বিচারবুদ্ধি অজ্ঞানতার আঁধারে
আচ্ছন্ন । নিজেদের ভুলভ্রান্তি বুঝতে পারিনি ।
আপনি আমাদের অন্ডায় অভিযান মার্জনা করুন ।
আপনার বিধান তুল্য ও নিতাস্থায়ী । কারও
সাধ্য নেই, এর ব্যতিক্রম ঘটায় । আপনার
বিধানে সন্দেহ করে আর কখন এসব হিংসামূলক
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হব না । আজ আপনার পবিত্র
সাম্বিধ্য পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য হোলো ।
এখন থেকে অহিংসভাবে আপনার লীলাবৈচিত্র্য
প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবো ।

(প্রকৃতি দেবী অন্তর্ধান করিলেন, এবং সোনারাম প্রভৃতি হিংসাবৃত্তি
ভুলিয়া একটা অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল ।)

উপস্থিত সকলে—(সমস্তরে) জয় প্রকৃতিদেবীর জয় ! জয়
বিজ্ঞানের জয় ! জয় চুম্বকশক্তির জয় !

শেষ

